ঘোড়া ও পিতল মূর্তি

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

অনুষ্কা পাবলিশিং হাউস
কলকাতা - ৭০০০৪০

GHORA O PITAL MURTI

A collection of Bengali poems

by **Rabi Gangopadhyay**

প্রথম প্রকাশ
মে, ২০১১

গ্রন্থসত্ত্ব
রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক
সর্বাণী গঙ্গোপাধ্যায়
বি ৩/৩ রিজেন্ট সোনারপুর
কলকাতা - ৭০০১০৩

পরিবেশক
অনুষ্কা পাবলিশিং হাউস
২/৫৮, আজাদগড়, পোস্ট - রিজেন্ট পার্ক
কলকাতা - ৭০০০৪০

মুদ্রক
অমিত ব্যানার্জী
টালিগঞ্জ, কলকাতা

যোগাযোগ ঃ ০৯৪৩৪৫২১৩৪৯
Website : http://www.rabigangopadhyay.com

মূল্য
একশ টাকা

উৎসর্গ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—

- ভালবাসায় অভিমানে
- বৃষ্টির মেঘ
- কোজাগর
- পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে
- কয়েক টুকরো
- মুখর প্রচ্ছদ
- জলের মর্মর
- জল থেকে জলে
- লঘু মুহূর্ত
- আগুন ও জলের পিপাসা
- জলা থেকে জলে
- ধূসর সংহিতা
- কোঠার ভিতর চোরকুঠরি
- যেখানে উৎকীর্ণ ছিল
- ব্যক্তিগত কথোপকথন
- কবিতার কাছাকাছি একা
- আরশি টাওয়ার
- মা
- উৎফুল্ল গোধূলি
- প্রাচীন পদাবলী
- গেরুয়া তিমির
- ধুলো থেকে বালি থেকে
- স্মৃতি বিস্মৃতি
- ছিন্ন মেঘ ও দেবদারুপাতা
- অন্তিম সামঞ্জস্য
- রুদ্রাক্ষে বিধৃত
- যে যায়, যে থাকে
- মাটির কুলুঙ্গি থেকে
- ছিন্নমেঘ ও দেবদারু পাতা
- হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর

মুক্তির বন্ধন

একে একে খসে যাচ্ছে আমার বন্ধন
মুক্তির আকাশ নিচু হয়ে নেমে আসছে যেন
শূন্যতার গাঢ় নীলে পরিব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে সব
আমি কোথায় যাবো? আমি কোথায় যাবো?
এত নীলে আমার পথরেখা মিলিয়ে গেছে!
তাহলে? হে আকাশ, আমাকে বলে দাও
মুক্তির অর্থ শূন্যতার মানে—আমার গন্তব্য।
নাকি আর কোথাও যাবার নেই আমার?
আর কোথাও ফেরার নেই আমার?
প্রয়োজন ফুরিয়েছে সমস্ত পথের?
বন্ধনহীনতার আনন্দ, আমার আনন্দ
তোমার চোখের সজলতায় কেন ছায়ামুখ?
তোমার বুকের সজলতায় কেন ছায়ামুখ?
আমি কি তাহলে কিছু লুকিয়ে রেখেছি?
ধুলোর আড়ালে বালির আড়ালে খড়কুটোর আড়ালে?
নীলের সমুদ্রে কি বিদ্যুতের চকিত রেখায়
মুক্তির বন্ধনে কি সচকিত বেদনায়
লেখা হচ্ছে আবার আমার পরিণামহীন ললাটলিপি!
আমি কোথায় কার কাছে শুধোবো
বলো আমার কী হবে? কী হবে আমার?

এখনও সে

এখনও সে পায়ে পায়ে দাঁড়ায় মাঠের পরপারে
লুকোনো যেখানে নদী চোখে জল বুকে শুধু বালি
বসে থাকে একা একা পুরনো পুকুর পাড়ে, নীচে
আলের আলপনা ধূ ধূ ধানখেত প্রপিতামহের
প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থ তার সহস্র জটিল জীর্ণ শাখা
এখনও সে শোনে তার পাতার ব্যাকুল ফিসফাস
জমানো শ্বাসের কষ্ট পাঁজরের মতো প্রতিরোধী
গোপন আগুনকণা অন্ধকার চোখের সজলে
এখনও সে কিংবদন্তি রাজপুত্র হাতে বাঁকা কঞ্চি তলোয়ার।

নতুন কবিতা

নতুন কবিতা, আমি বহুদিন বেরিয়েছি পথে
নতুন কবিতা, আমি বহুদিন কিছুই লিখিনি
নতুন কবিতা, আমি প্রথা থেকে ধর্মহীনতায়

স্থিরবদ্ধ। একদিন দেখা হবে মুখোমুখি ফের।

আমার গা থেকে তুমি খুলে নেবে সমস্ত পোশাক
আমার এ মন বুদ্ধি অহংকার চিত্তের পোশাক
নতুন কবিতা, তুমি খুলে নেবে আমাকে শেখাতে

অন্তরালবর্তী সেই আগ্নেয় আঙ্গিক জটিলতা।

নতুন কবিতা, দেখো একদিন মুক্তি হবে এই আমাদের।

যদি বলি

নিজেই জানো না তবু মুছে দাও আমার মুখের
বিন্দু বিন্দু জলকণা শুষে নাও ওষ্ঠের পিপাসা
শারীরিক শব্দগুলি জলমণ্ডলের তলে রেখে
লেখার সময়ে ঠিক হাতে দাও অগ্নিশুদ্ধ করে।
এ সবই তোমার কাজ, তুমি নিজে হাতে করো, তবু
নিজেই জানো না! তাই চোখ তুলে রেখেছ পথের
দ্রুত অপসৃয়মান মাঠে মাঠে ধানে ও পাতায়
কাজুবাগানের বুকে রোদে জলে দূরের পাহাড়ে
আর আমার সাহারায় মরীচিকা অকূল পিপাসা।
যদি বলি তুমি তুমি তুমি সেই যে আমাকে রোজ
বীভৎস ভিড়ের মধ্যে কোলাহলে সযত্নে বাঁচায়
তখনি প্রকৃতি জুড়ে জেগে উঠবে সনাতন টি টি।

২২ জানুয়ারির রাত

কাল তুমি বসেছিলে নির্জন স্টেশনে
সারারাত হিমে নীল অন্ধকার হাওয়া
সারারাত ছলোছলো ব্যাকুল আকাশ
সারারাত শব্দহীন ব্যথিত বাঙময়

অনতিদূরেই ঘরে আমরা ঘুমিয়ে।

ভোরবেলা ট্রেন এলো। পৌঁছেছো যখন
ক্লান্তি ঝরেছে দেহ কষ্টে একাকার—
এখন ঘুমিয়ে কাদা ছোটটির মতো
হয়তো। তোমার কষ্ট, তবুও আমার—

সকালের খালি ঘর নিভাঁজ বিছানা
মাকে ও আমাকে হয়তো বেশিই কাঁদালো।

এখানে দাঁড়াও

আমি বলব, এ কখনও অপ্রাকৃত নয়।
তাতে যদি তোমরা হাসো আমাকে দেখিয়ে
কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। কখনও কখনও
কার্যকারণের সূত্র ছিঁড়ে যায় অর্থহীন রাতে
তাতে অলৌকিক তত্ত্ব জুড়ে দিয়ে যদি
তিলক ফোঁটায় মাতো আমি তা মানবো না।
এরকমই প্রতিবাদে একদিন তাকুটিরা সব
আমাকে উন্মাদ বলে মঠে মঠে ধ্বজা তুলেছিল
আজ সব ছিঁড়ে গেছে জ্বলে গেছে দেখ
গেরুয়া লালের দিকে চুপিসারে এগিয়েছে কত
দেখ পদ্মগৃহ থেকে গর্ভগৃহে গোপন পথের
সমস্ত সুড়ঙ্গ লাল রক্তচোষা বাদুড়েরা ঝোলে
গথিকেও কড়িকাঠে করিডোরে ভীষণ মিনারে—
আমি বলব, এও চিরপ্রাকৃতিক, তুমি
চলে এসো সরে এসো এখানে দাঁড়াও।

এই লেখা

তোমাকে এ লেখাটি দিলাম
সারারাত পাতার শিশিরে
তোমার ও নামটি নিলাম
হৃদয়ের শিরা চিরে চিরে

তোমাকে কি ভালবাসলাম
আমাকে কি ভালবেসেছিলে
জলে মুছে গেছে সব নাম
কেন জলে, জলে লিখেছিলে?

কেউ কিছু মনে রাখবে না
আমাদেরও নেই কোনো দায়
এ মুহূর্ত আর ফিরবে না
কিছুই থাকে না সব যায়

তোমাকে তোমাকে শুধু আজ
এ লেখাটি ভাসিয়ে দিলাম
যেদিন ফুরোবে সব কাজ
তুলে নিও, তোমাকে দিলাম।

পথিক পথিক

কী হলো কী হলো না কী কথা ছিলো এসব কখনো
ফেলেনি এ পথে ছায়া—পথিক পথিক।
আজকে যখন শূন্য মাঠে ও প্রান্তের স্তব্ধ গোধূলির আলো
পথতরুতলে শান্ত ঘরে ফেরা ডানাভাঙা পাখি
মেঘের আড়াল থেকে নেমে আসা দিনশেষটুকু
তখন কি কিছু চোরা ঢেউ ওঠে? অবচেতনের কোনো ব্যথা?
কিছু কি না মেলানো হিসেব? তা না হলে
কেন অত চুপি চুপি আমাকে এড়িয়ে যায় নদী
ত্রস্ত হয়ে ওঠে সিঁড়ি শূন্য বাড়ি বারান্দার টবের অর্কিড
কে যেন থামায় গান কারা যেন পাতার মর্মরে
আমাকে দেখেই চুপ করে যায়! আমার পেছনে
ছায়ার মতন কিছু, পথের প্রান্ত কি দেখা যায়?
তা কি শূন্যে গিয়ে স্থির? পথিক পথিক। চলো চলো।

২২শে সেপ্টেম্বর ৯৯

অত ভোরে ওই মুখ তারার মতন নেমে এসে
আমাকে শুধাবে : দাদু?
—কী অবাক! তুমি
আমাকে কী করে চিনলে?
মাথা নেড়ে হেসে
পরম বিজ্ঞের মতো দোলাবে কি এই রাঢ়ভূমি!

আর সে দৃশ্যের জন্যে হন্যে হয়ে চাঁদের ক্যামেরা
সুদূর বোখুম থেকে লেগে আছে—
তুমি আমি ছাড়া কেউ জানে নাকি এরা?

এর চেয়ে

এইভাবে? কোনোদিন মনেই হয়নি। তা না হোক।
এই ভালো। জীবন যে এত ছোটো জানিনি কখনো।
তবু তুমি এসেছিলে। তোমাকে দেখেছি আমি। এর চেয়ে বেশি
এর চেয়ে সুন্দর কী হতে পারে? কিছু হতে পারে?

বিজয়া

বিজয়া আবার এলো, চুয়ান্ন বছর!
জলে ঝড়ে জীর্ণ খড়ো এ মাটির ঘর
আকাশ বাতাস জুড়ে বিদায় বিদায়
দুটি ছোট ছোট হাতে জীবন ছড়ায়
হলুদ পাতার পাশে উঁকি মারে কুঁড়ি
আমি কি খেলায় ঠিক ছুঁয়ে আছি বুড়ি?
যেন ফেনাভাঙা ঢেউ বালিতে বালিতে
অনন্ত জন্মের দেনা শোধ করে নিতে
আসে যায় আসে যায় আসে যায় আসে
তীরের তর্জনী তুলে অকারণ ত্রাসে
আমাকে ব্যাকুল করে ঝাউ
বলে উঠি ঃ নাও তবে নাও তবে নাও—

তোমার কথা

কতোদিন তোমার কথা বলিনি।
আমার তো একটাই কথা।
বলতে বলতে বলতে বলতে
বিকেলও গড়িয়ে গেল।
তাই ভেবেছিলাম, আর না, থাক।
তাছাড়া সবই তো নিজের জন্যে
আমি বলি আমিই শুনি
স্বাদু পদে পদে—বলেই ক্লান্তিহীন
তিলে তিলে নতুন—বলেই ক্ষান্তিহীন
তবু একটা নাম না জানা অভিমান
কতোদিন থামিয়ে দিয়েছিল আমাকে
আমার কেমন যেন কষ্ট হয়েছিল
বোবা কষ্ট—কী যেন নেই কী যেন নেই
আজ মনে হচ্ছে, সে হল ঃ
তোমার কথা
আমার অনেক কষ্টের অনেক বেদনার
অনেক চোখের জলের কথা
কতোদিন বলিনি
কতোদিন তোমাকে বলিনি।

বিষ

মাঝে মাঝে মেঘ জমে ওঠে
বজ্রে ও বিদ্যুতে জাগে ত্রাস
আকাশ উন্মাদ মাথা কোটে
অভিশাপে জর্জর নিঃশ্বাস

মাঝে মাঝে ধ্বংসের কিনারে
ঝুঁকে পড়ে আত্মঘাতী রেখা
হে অপ্রেম, আমার ভৃঙ্গারে
বিশ্বাসের বিষ, আমি একা।

অপ্রেম

চূর্ণ হোক ধ্বংস হোক যাক
নিপাত।
নিঃশ্বাসে নীল বিষ
প্রশ্বাসে তেজস্ক্রিয়া।
ভয়
পেয়েছো হে ভীষণ, তুমিও!
আমারও ব্রহ্মাস্ত্র তূণে আছে
ধর্ম আছে।
প্রেম আছে।
যাক
নিপাত এ অসুন্দর
বিশ্বের অপ্রেম।

মনে পড়ে

তোমার মনে পড়ে? আমার মনে পড়ে।
বৃষ্টিরেখা একা রাতের জানালায়
সজল হাওয়া একা বন্ধ দরোজায়
আকাশী ব্যাকুলতা মুখর ঘরদোর
অথচ কেউ নেই কোথাও কেউ নেই!
তোমার মনে পড়ে? আমার মনে পড়ে।
সেই তো পথরেখা একলা ফিরে আসা
একাকী ফিরে আসা হৃদয়ে ঝড়ো রাত
হৃদয়ে আজও হাওয়া হৃদয়ে আজও জল
আকাশী ব্যাকুলতা মুখর ঘরদোর
ভেঙেই পড়ে যেন এখনও অনাহত
ছোট্ট এ জীবন দীর্ঘ ঠেকে তার
তোমার মনে পড়ে? আমার মনে পড়ে।

এমন দিনে

এমন দিনে তাকে বলা যায়
এমন দিনে তাকে বলা যায়

এমন দিনে যার বেদনার
এমন দিনে যার বেদনার
কোথাও কোনোখানে শেষ নেই

এমন দিনে সব দুঃখের
এমন দিনে সব মৃত্যুর
আনন্দ বিহ্বল চিত্তের
স্তব্ধ গম্ভীর ভাষা নেই

তাকেই শুধু আজ বলা যায়
তাকেই, যে নেই আজ নেই আজ।

তোমার কবি

আমাকে তোমার কবি করো
আমাকে প্রেমের কবি করো

আনকথা শেষ হোক আজ
চুপ করে বসে থাকি আজ

বসে থাকি বসে থাকি, যদি
তুমি আসো সায়াহ্ন অবধি

যদি দুটি চোখের আকাশ
যদি দুটি চোখের আকাশ

নিমেষে আমাকে দেয় ঢেকে
সে ছোঁয়া পাঁজরতলে রেখে

লিখব প্রেমের পদাবলী
আজ আসি। আজ তবে চলি।

পথ

আমার আসার পথে অন্ধকার ছিল
ঝড়ো হাওয়া দুর্যোগের রাত
আমার যাবার পথে কোজাগর হবে
পূর্ণিমার নিবিড় কোটাল

আমার আসা ও যাওয়া আছে?
অন্ধকার আলো
দু প্রান্ত নিয়ে কি পথ মিথ্যেই দাঁড়ালো।

ভালো লাগে

চুপ করে তাকতে ভালো লাগে।
তুমি বলো তুমি বলো তুমি।

চুপ করে থাকতে ভালো লাগে।
কংসাবতী নদীর পাথর।

চুপ করে থাকতে ভালো লাগে
বালুরাশি গন্ধেশ্বরীর।

শাদা পথ পথের পিপাসা
চুপ করে থাকতে ভালো লাগে।

একটা কথা

কী যেন একটা কথা বলার ছিলো
কতোদিন তার জন্যে আমার হেঁটে হেঁটে আসা
কতোদিন তার জন্যে আমার হেঁটে হেঁটে ফেরা
আমার দাঁড়িয়ে থাকা আমার কান্না
আমার লজ্জা আমার অপমানময় অন্ধকার
তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সে কথা পাইনি
হাজার রকম করে বলেও সে কথা বলা হয়নি
একটা নামহীন কষ্ট পরিণামহীন ব্যথা
পাহাড়ের মতো পথ আগলে স্তব্ধ হয়ে থাকে
কী যেন একটা কথা বলার ছিলো
কী যেন একটা কথা বলার ছিলো আমার

বাবার মতন

তাই বন্ধ করে করে কবিতার খাতা
পালিয়ে এসেছি এই গন্ধেশ্বরী তীরে
বাবার চিতার কোনো ছিটেফোঁটা রাখেনি নদীটি
শুয়ে থাকি দুধশাদা বালিতে, আবার
বাবার মতন ঠিক একদিন জ্বলে নিভে যেতে

মনে নেই

আমি কার হাত থেকে কবে
নিয়েছি নিবিড় এই নদী!
আজ আর মনে নেই কিছু
আকাশ ব্যাকুল মেঘে মেঘে
জেগে আছে, এলোমেলো হাওয়া
কে কাকে কী কথা দিয়েছিল
কে কাকে কী কথা দিয়েছিল
আজ সব বৃষ্টি ধুয়ে যায়
আজ সব বৃষ্টি ধুয়ে যায়
আমি কার হাত থেকে কবে
নিয়েছি নিবিড় সজলতা!

বাউল

পথের কি আর শেষ আছে রে, সে তো
তোরই মতো আপন মনে উধাও
খুঁজতে খুঁজতে মনের মানুষ
কোথাও
উত্তরীয় উড়িয়ে পায়ে জড়িয়ে নিয়ে নূপুর
কতো যে দিন দুপুর
বাজালো একতারা
কোথাও চোখের জলে নিমেষহারা
কী যে দেখে থমকে রইল
অনন্তকাল একা
কোথাও পদরেখা
প্রধান হয়ে কাঁপল জলে স্থলে
আনন্দ-রহস্য-ঘন তলে
এই তো সহজ ভীষণ সহজ
সে কি
তোর মতো ফুটপাতের বাহার মেকি
বিশ্বগত চিত্তলোকে তার
মনের মানুষ হাসছে ব্যাকুল ডাকছে পরিষ্কার।

ছবির সামনে

আমি সবার পেছনে ছিলাম
আমি ভিড়ের আড়ালে ছিলাম
সামনে যাবার মতো অবস্থা ছিলো না আমার
প্রকাশ্যে দাঁড়াবার মতো ক্ষমতা ছিলো না
তোমার তালিকায় আমার নাম ছিলো না
অপরিচয়ের অন্ধকারে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি একা
তোমার ছবির সামনে বসে শোনাবো
আমার কুণ্ঠিত লেখা, এই।

সারাজীবন

এরই নাম সারাটা জীবন!
হয়তো। আমার জানা নেই।

এরই নাম তবে ভালবাসা!
হয়তো। আমার জানা নেই।

আমার কি জানা আছে কিছু
পৃথিবীর? আকাশ মাটির?

তবু বলি সারাটা জীবন
তবু বলি ভালবাসি তাকে!

আর যাই তারই খুব কাছে
দূরে যেতে চেয়ে অভিমানে।

এসবের কোনো কিছু মানে
কোনোদিন বুঝি না কিছুই

কে যে কাকে পরায় শিরোপা
পথের ধুলোয় ফেলে কাকে

দুরূহ জটিল পর্যাকুল
সিঁড়ি নামে ওঠে নামে ওঠে

এরই নাম সারাটা জীবন!

পথ

তোমারও সমস্ত থাক আমারও থাকুক।
শুধু এই আধ ঘণ্টা পথে যেতে যেতে
সব কলরব মিথ্যে হোক। ওই মুখ
দুচোখের করপুটে যদি দাও পেতে।

যদি মুহূর্তের দৃষ্টিসম্পাতে কোথাও
এখনও না ফোটা ফুল ফুটে ওঠে তাকে
বিকশিত হতে দাও, নীরবে শোনাও
সেই সহজিয়া সুর একান্ত আমাকে।

আমি কবি। প্রেম আমার চিত্তের বিশ্রাম
আনন্দ-রহস্য। ভিড়ে কোলাহলে উঠে
যদি ও চোখের স্পর্শ পাই তার দাম
দেব পদাবলী লিখে ওই করপুটে।

অভিশাপ

আমিও নিয়েছি জল করতলে
এই দেখ, অভিশপ্ত করে
দেখাবো ব্রাহ্মণ কিনা
ধর্মে আছি কিনা।
তোমার অন্যায় থেকে মুক্তি পেতে
শক্তি ছেড়ে মাধুর্যে তোমাকে
অবশ্যই আসতে হবে
পথে পথে ছড়াতে প্রেমের
নিকষিত সোনা।

একজন কবির জন্যে

যদি কোনো কবি তার সব লেখা সন্ধ্যার নদীতে
ভাসায় খেয়ালে তীরে স্তব্ধ পাথরের চাপা রাগ
ল্যাভেন্ডার বনে তীব্র হাহাকার তারাদের ও ব্যথা
তোমাকে কী কষ্ট দেবে তোমাকে কী কষ্ট দেবে সখি?

যদি কোনো কবি তার হৃদয়ের শিরা উপশিরা
ছিড়ে ঝাঁটিপাহাড়ীর স্কুলঘরে ব্ল্যাকবোর্ডে ঝরে
তোমার কি মনে হবে আহা তাকে প্রেমে বেঁধে রাখি
নির্জন প্রাসাদে, দিই যৎসামান্য সুধা?

এইসব মনে হবে? একজন কবির জন্যে মনে হবে, বলো?

কথা

যা বলেছি তার কোনো মানে নেই কোনো মানে নেই।
আজকে এ ওষ্ঠপুট চেপে ধরো চেপে ধরো হাত!
সামান্য কয়েকটি কথা ঘাসের বনের তলে খুঁজে ফেরে তারা।

কেউ কেউ

সকলে পারে না এত দুঃসাহসী হতে
এমন অসম দিনে রক্তক্ষত ব্রতে
সকলে পারে না লিখতে সবই
সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি

তুমি তাকে যোগ্যতার সম্মান দেবে না?
পরাগসম্ভব পথে কুড়িয়ে নেবে না
তার মুক্তো পদাবলী একান্ত তোমার
কলঙ্কশীলিত সিক্ত কারুকার্যভার?

হয়তো

এখন কিশোর নও যুবকও, এখন
এত বেশি রাত করে বাড়ি ফেরা ভালো?
এমন দুরন্ত লুয়ে দুপুরের পথে
পথে পথে কোথা যাও? কেন যাও আর?
অনেক তো গেছ, যতদূর যাওয়া ভালো
তারও ঢের বেশি, তবে?
মুখোমুখি হও
একান্ত নিজের, বসো, চুপ করো, দেখো
হয়তো খুঁজেছ যাকে সেও খুঁজে খুঁজে
দাঁড়াবে দরজায়
হয়তো দেখা হয়ে যাবে।

ফেরা

বহুদিন পরে এলে ঃ আমি তেমনি আছি।
বহুদিন পরে এলে ঃ ঘর দোরের ধুলো
বাগানের শুকনো পাতা চোখের জলের
ফালতু অভিমানী দিন রাতের গল্পের
ব্যর্থ কাটাকুটি রেখা অন্ধকার সেই ভীতু পাখি—
বহুদিন পরে এলে শুধু চন্দনের গন্ধ নিয়ে।

আনন্দ

শুধুই দেখেছো ব্যথা
কিনারে নিচুতে
ঝুঁকে থাকা জলের শুশ্রূষা
দেখোনি কখনও?

শুধুই বেজেছো একা
আকাশে আকাশে
মন্ত্রময় তারা
কেন কেঁপে যায়?

কেন বৃষ্টি কেন হাওয়া
কেন ঝড়ো রাত
মৃত্যুর নূপুর
আনন্দ-রহস্য নিয়ে
এমন সুদূর?

শুধুই দেখাছো কষ্ট
কষ্টের ভিতরে
আনন্দ দেখোনি!

কাঁসাই নদীতলে

তোমার গৈরিক তোমার রক্তিম তোমার উন্মাদ
উত্তরীয়
কাঁসাই নদী জলে এখনও রাত হলে এখনও ভোর হলে
ভাসাও প্রিয়
অনেক দূরে নীচে আমার কোলে এসে কখন ভেসে ভেসে
কাঁপায় দেহ
ব্রাত্য পতিতের—সুদূর অতীতের কলঙ্কিত—কেহ
জানে না কেহ
ফুরোলে সব খেলা তীব্র এই বেলা তোমার কার্য—
কারণহীন
খেয়াল নদী জলে সোনায় গলে গলে দুহাতে দিয়ে যায়
মায়াবী ঋণ
তোমার গৈরিক তোমার রক্তিম তোমার উন্মাদ
আকাঙ্ক্ষায়
কাঁসাই নদী তলে আমার দেহ গলে রেবার দেহ গলে
গভীরতায়।

দুখানি ঘরে

দুপাশে দুখানি ঘর মাঝখানে দীর্ঘ বারান্দায়
রোদ্দুর ছায়ায় গল্প শীতের গ্রীষ্মের বুকচাপা ব্যথা
বিচিত্র সংলাপ জন্ম জন্মান্তর রূপথার নটী
কবেকার পোকাকাটা পুঁথির মতন এই ধূসর শহরে
দুপাশে দুখানি ঘরে পৃথিবীর মাকড়সার জাল।

দ্রুত অপসৃয়মান আলো বাইরে ঘরে অন্ধকার
দীর্ঘ বারান্দায় ঝুলছে নিঃসঙ্গ রঙিন আলোছায়া
অর্কিডের মতো যত্নলালিত সুখে ও দুঃখে ভেজা
চুম্বনের কারুকার্যে কাঁপতে থাকা মায়াবী সুন্দর

দুপাশে দুখানি ঘরে দীক্ষাভারাতুর তীব্র গার্হস্থ্য সন্ন্যাস।

বৃন্দাবনে

বাউল, তোমার ডাক পড়েছে
শুনতে পাচ্ছ?
আজ বাঁকুড়ার গোধূলি-লাল
ব্যাকুল পথে
কৃষ্ণচূড়ার রক্তমদির
পাগল হাওয়ায়
তোমার পথের নূপুর
হাতের একতারাতে
বাজবে না সেই অন্বেষণের
হন্যে হওয়া
উদাত্ত সুর : মন শানাবে ...
মন শানাবে ...
বাউল, তোমার ডাক পড়েছে
সঙ্গে নেবে
আমাকে? ঠিক পিছনটিতে
ছুটতে ছুটতে
পথ পেরোবো মাঠ পেরোবো
অরণ্য বন
ছুটতে ছুটতে হোঁচট খেলে
ধরবে তুমি
মনের মানুষ বাউল, আমার
কিই বা আছে
কেই বা আছে তার চে চলো
বৃন্দাবনে।

নাম সার

এরই নাম বাচালতা। তুমি
হেসে ওঠো। অপ্রতিভ ম্লান
আমি যাই। তুমি চেয়ে থাকো।

কেউ কিছু বলেনি সভয়ে।
মূর্খ কবি। হেসে ওঠো তুমি।
আমি যাই। তুমি চেয়ে থাকো।

বাচালতা শেষ হবে কবে
কবে মূক মৌনতায় আমি
পাঁজরের তলে নেবো নাম।

শুধু নাম শুধু নাম-সার
ফুটে উঠবো দুপায়ে তোমার
ঝরে পড়বো জবাটির মতো।

তোমার কবি

আমাকে তোমার কবি করো
না হলে লিখব না কিছু আর
না হলে দেখবো না শব্দ তার
রূপে রসে গন্ধে ভরো ভরো

আমাকে তোমার কবি করো
না হলে পথের ধুলো বালি
এ সব ঐশ্বর্য—আমি খালি
বসে থাকবো তীব্র জরো জরো।

আমাকে তোমার কবি করো
আমাকে তোমার কবি করো।

জাগরদীপ

শুধুই বিশ্বাসে এতটা পথ এসে
পেছনে তাকানো কি মানায় আর
এই যে ভালোলাগা এই যে রাতজাগা
এই যে বসে থাকা, বন্ধ দ্বার

কখন খুলে কেউ ছড়াবে সেই ঢেউ
ভেজাবে জলে জলে বর্ষাদিন
প্রখর বৈশাখে, এও কি লিখে রাখে
কখনও কোনো কবি অর্বাচীন!

বলেনি? বয়ে যাওয়া তোমার চোখে চাওয়া
গেরুয়া জলে জলে কংসাবতী?
বলেনি পাথরের স্তব্ধ আতরের
গন্ধব্যাকুলতা? বাউল? ক্ষতি?

শুধুই বিশ্বাসে ছড়ানো ঘাসে ঘাসে
প্রেমের মণি-কণা ছুঁয়ে না ছুঁয়ে
অবশ ভালবাসা বোঝো না এ তামাশা
জাগরদীপ নেভে একটি ফুঁয়ে।

আজ সারাদিন

আজ সারাদিন ব্যস্ত ছিলাম
আজ সারাদিন তোমার কথা
ভাবতে পাইনি তেমন করে।

এখন সন্ধে শীতের সন্ধে

আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে
সামনে থাকুক ব্যাকুল নদী
সামনে থাকুক আকুল আকাশ
সামনে থাকুক নিথর জীবন
একটু দূরে তাকিয়ে তুমি
অল্প দূরে।

এখন সন্ধে শীতের সন্ধে

আজ সারাদিন সময় পাইনি
ধ্যানের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে
পবিত্র চোখ চোখের আলো।

অনুষঙ্গ

আসলে তোমাকে দেখলে মনে পড়ে একটি দুপুর
হলদু পাতার ঝরণা মুখে চোখে পথে পথে পথে
আসলে তোমাকে দেখলে মনে পড়ে একটি বিকেল
কলেজের গেট থেকে আলতালাল ভেজা পথ সুদূর উধাও
কেঁদুয়াডিহির মাঠ তারাভরা সন্ধ্যার অসুখ
আসলে তোমাকে দেখলে তাকে পাই প্রথমতমাকে
কিশোরী মুখের স্নিগ্ধ নিষ্কলুষ নিকষিত হেম

তোমার ভূমিকা শুধু অনুষঙ্গ-কাতর অতীত
দুলিয়ে আমার সামনে চলে যাওয়া নেমে যাওয়া এই।
এর বেশি কিছু নেই দেবারও, নেবার অধিকার
তার হাতে তার জল সুগভীর সুনীল সাগর।

অল্প

ঢের গেছে, অল্প বাকি, তবু কিছু আছে
একেবারে শূন্য নয় একেবারে নিঃস্ব নয়। বলো
একি কম কথা হলো। ঝরে যেতে যেতে
সন্ধের বকুল যায় গন্ধটুকু বিলিয়ে কেমন
কাঁসাই নদীর জল চলে যেতে যেতে চমকে উঠে
দাঁড়ায় নিমগ্ন নিঃস্ব গতিপথে একা
কিনারে পাথরে কেউ নেই হাওয়া ল্যাভেন্ডার বন
অনুতাপে ফোটা ফুল রাতের জলছবি
লেখে আর মোছে আর লেখে আর মোছে
অল্প একটু আলো নিয়ে সারারাত একা
ভোর আসবে, সে কি কম, ভোর আসবে ঠিক
তুমি না থাকলে ও আসবে সরে যাবে ছায়া
সরে যাবে অন্ধকার কষ্ট ব্যথা ভুল আর ভয়
অবিস্মরণীয় স্মৃতি জ্বলবে নিভবে জোনাকির মতো।

এখন কবিতা লিখে

এখন কবিতা লিখে তোমাকে শোনাতে গিয়ে দেখি
প্রমত্ত প্রলাপ। দুমড়ে মুঠো চেপে মাথা নিচু ফিরি।
কিছুই হলো না শেখা। প্রথাসিদ্ধ পুরনো অভ্যাস
হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকে টেবিলে ও লুটোয় মেঝেতে
স্বপ্নের ভিতরে কাঁপে অনাগত অক্ষরের মালা
শব্দের কঙ্কাল গ্রন্থি মণিহীন চক্ষুকোটরের মতো সব
সারারাত লেখাগুলি চলে যায় অন্য তরুণের তীব্র হাতে।

এখন কবিতা লিখে তোমাকে শোনাতে গিয়ে দেখি
ঠোঁটের উপরে তীক্ষ্ণ তর্জনী স্তব্ধতা। দুচোখে রাখি চোখ
চোখের অতলস্পর্শী জলে ভেসে যায় সব লেখা
যেদিকে সমস্ত যায় সব কিছু—যৎকরোষি যদশ্নাসি সব
আমাকে শেখাবে বলে আমার যাবার পথ স্থির হবে বলে।

একটি অর্কিডের মৃত্যু

তিলে তিলে শেষ হল; এক বিন্দু জল পেল না শেষে।
অথচ যৌবনবতী মাথা তুলতে বুকের আগুন
বাতাসে বারুদ গন্ধ, যে কোনো মুহূর্তে হতে পারত কোনো কিছু
হয়তো হয়েওছে—সব গল্প খোলা বাজারে মেলে না
বিহ্বল তাকিয়ে থাকে লুব্ধচক্ষু কৌতূহলী দেশ।
তিলে তিলে মৃত্যু হল ঃ অন্ধকার ঢেকে রাখে দেহ
জ্যোৎস্নায় সভয় মূর্তি বোবা বাড়ি ছায়ার পিছনে নামে ছায়া
বন্ধ দরজায় তালা জানালায় মাকড়সার জাল
উঠোনো পাতার রাশি কাগজ কুচি ও কাঁটালতা
এরকমই—সবকিছু—এরকমই—হিস হিস শিসে
ভাঙা পাঁচিলের থেকে বাস্তুসাপ মিলায় কার্নিসে।

রোদ

এখনও ঘুমিয়ে আছে রোদ এসে পড়েছে যে মুখে
সকাল বেলার নয় অবেলার পড়ন্ত বেলার
নেমেছে ছায়ারা সব দীর্ঘ হয়ে দীর্ঘতর হয়ে
জীর্ণ ম্লান সব গল্প ঃ কেউ কিছু মনেই রাখবে না
তোমার গথিক যাবে গন্ধুজও, কোথাও
নেবে না তোমার নাম কেউ; সব মুছে দেবে জেনো
তখনও ঘুমন্ত ভেবে রোদ এসে, মুখে নয়, ঠিক
যেখানে এ মুখ আছে সেইখানে থেমে
খুলে দেবে জাতিস্মর দালানের সিঁড়ি।

সারাদিন

পারছো না যখন তবে মেতে থাকো ভুলে থাকো এই
কাঠ খড় মাটি নিয়ে সারাদিন প্রতিমা বানাও
চালচিত্র বেদী সিঁড়ি গোল থাম ব্যাকুল মিনার
বাজাও মৃদঙ্গ খোল তাকুটি তাকুটি তীব্র বেলা
পারছো না যখন তবে মেতে থাকো নিয়ে এই খেলা।

একজন কবির জন্যে

এখানে চেনে না কেউ কৌতূহলে চেয়েও দেখে না
কে রোজ পুরনো পথে হেঁটে হেঁটে প্রৌঢ় হল আজ
কে তার ব্যথার ভার রেখে গেল তুলে নেবে বলে
কোনো এক কিশোরের অথবা সে কিশোরীর কবির হৃদয়
একদিন। তার আগে এইসব পথ রেখা গুলি
পথের দুপাশে সব বহুদিন আগেকার গাছেদের সারি
শাখার প্রাচীন পেঁচা ভাঙা বাড়ি লণ্ঠনের আলো
মন্দির গীর্জার চূড়া স্তব্ধ দীঘি পানামোড়া ডোবা
নিচু অন্ধকার গলি পেরিয়ে দুপাশে দুটি নদী
বালির ও পাথরের চোখের কোলের নীচে জল
পুরনো পুঁথির মতো এ শহর মায়াতে মায়াতে
জড়াক ছড়াক তার স্নেহ। কেউ চেনে না কাউকে।
কে দেখেছে এ শহরে প্রকৃতিস্থ প্রকৃতিকে চেয়ে
কে ছুঁয়েছে দুটি হাতে এর ধুলো এর বালি সোনা
অফুরন্ত স্পর্ধা ভরে কার দিন রাত্রি গেছে কেটে
তমস্বিনী বেদনায় হে আমার কেঁদুড়ির মাঠ
আমার মাটির ঘোড়া বালুচরী অবতার তাস
গান্ধার রীতির তীব্র টেরাকোটা কে চেনালো সেগুনের ফুল?
গল্পের খামের মতো মুখ আঁটা বইয়ের মতো এ শহরে কার
নিষিদ্ধ দুপুর গেছে? আজ তার বিকেল কীভাবে
বিকীর্ণ—কে জানে! কেউ কাউকে চেনে না এইখানে
গ্রাম থেকে উঠে আসে বাড়ি হয় উঁচু নিচু ছাদ
দেওয়ালে ঢাকের শব্দ ডুবে যায় তাতে
কৃষ্ণকীর্তনের পদ ঃ

হে কিশোর কিশোরী তোদের
একদিন মনে হবে, অমি জানি মনে হবে, আহা ইনি
এখানে ছিলেন!

লেখা না লেখা

লিখে রাখতে বলেছিলে। শুনিনি। এখন
শূন্য ধূ ধূ বালুচর পাথর বিকেল
হাওয়া তীব্র হু হু হাওয়া ল্যাভেন্ডার বন
ব্যর্থ ডানা মুড়ে বসে প্রবাদের পাখি।

লিখে রাখতে বলেছিল। শুনিনি। এখন
ভীষণ বিষণ্ণ দিন দরজায় খিল
বাইরে কোলাহল ভয় চতুর মুখোশ
ধ্যানে ঝাপসা কটি কীটদষ্ট নীল স্মৃতি।

লিখে রাখতে বলেছিলে। পারিনি। এখন
পায়ে বাজছে অনিবার্য মৃত্যুর নূপুর
জাল গুটোচ্ছে ছোট হচ্ছে সমাপ্তির রেখা
স্পষ্ট হচ্ছে পথরেখা, আমার যাবার পথরেখা

লিখে রাখতে বলেছিলে, লিখেছি পাঁজরে
নাম শুধু নাম মাত্র। পামীর প্রমাণ
প্রারব্ধ প্রাক্তন গেছে যাচ্ছে ক্রিয়মান
না লেখা যা কিছু সব তোমার উদ্দেশ্যে।

প্রথা

কিছুই থাকে না যদি তবে কেন স্মৃতিবীজগুলি
আমার সন্ন্যাস থেকে উড়ে উড়ে সমস্ত আশ্রম
এরকম ভরে দেয়? ছায়াগুলি ঘন হয়ে আসে?
আমার যাবার পথে বেড়ে ওঠে রক্তকাঁটালতা!
কিছুই থাকে না যদি ধ্যানের কিনারে ঝুঁকে থাকা
অমোঘ শিকড়গুলি জেগে ওঠে দুলে দুলে উঠে
সমস্ত ধারণা ভেঙে সমস্ত বিশ্বাস ভেঙে কেন
আর এক প্রথার মধ্যে জ্বলে ওঠে সত্য সনাতনী!

প্রার্থনা

ঠাকুর, তোমার কথামালা
তার হাতে তুলে যে দিলাম
এতে যেন তার কোনো ক্ষতি
না হয়, এ প্রার্থনা আমার—

তুমি দেখো তুমি তাকে দেখো।

কেন যে একাজ করে আজ
ভয় হয়—, কিছুই বুঝি না
কেউ যেন কখনও না তাকে
কিছু বলে—তুমি শুধু দেখো

তুমি ওকে দেখো তুমি দেখো।

স্বপ্নে

আমার কি খোঁজা শেষ? তাহলে আশ্রম?
পথ কি পথেই থাকে? হৃদয়ের শিরা?
এর কোনো শেষ নেই শুরু ও প্রথম
সে এসে দাঁড়ালে খোলে হৃদয়গ্রন্থীরা।

আর ঝাঁপ দেয়; তীরে হায় হায় ধ্বনি
ধুলোতে বালিতে শ্লোক স্তুতি আর স্তব
আমার কি লেখা চলে এখনি এখনি?
চলুক যেভাবে চলে হা হা কলরব।

চলো আরো দূরে যাই সরে যাই চলো
যেভাবে এনেছো হাত ধরে এইখানে
আর কতটুকু পাবো বিকেলও ফুরোলো
আনন্দ এমন কেউ জানে? কেউ জানে?

সমস্ত গল্পের রেখা এসে মিশে যাবে একদিন
এইখানে তোমাদেরও—কবে, জানি না সে
ততক্ষন শোধ করো বুকে ঠেলে যাবতীয় ঋণ
স্বপ্নে শুধু স্বপ্নে, দেখে সে হাসে সে হাসে।

আর কোনোদিন

আর আমি ওই চোখের দিকে
অনেকদিন তাকাবো না।

দেখবো না ওই চোখের জল
প্রবাল দ্বীপের
জাগর পাখি।
জানবো না আর
সে কেন তার
গভীর ব্যথার অন্ধকারে
কান্না পাওয়া বন্ধ দ্বারে
ডাকছে ব্যাকুল—!
আমায় নাকি!

আর আমি ওই চোখের দিকে
অনেকদিন তাকাবো না।

অনেকদিন?
না কোনোদিন?
আর কোনোদিন তাকাবো না।

একদিন মুখোমুখি

কী বলবো? এছাড়া? যার রোদে জলে কেটে গেল দিন
হিমেনীল রাত্রি যার—সে কী বলবে? শোনো
তোমারও জমেছে ঋণ, প্রগাঢ় অন্যায় কিছু ঘটে গেছে— তাই
ভয় পাও, এই পথ পাকে পাকে জড়ায় তোমাকে
অবচেতনের লোকে, এড়াও সযত্নে, ঢাকো মুখ
ঢাকো যত খুশী জেনো একদিন মুখোমুখি হবো
একদিন ঠিক এই পথে এসে দাঁড়াতে হবেই।

এখানে

এখানে চেনে না কেউ। কৌতূহলহীন। কেউ জানে না এখানে
একজন পুরনো পথে হেঁটে হেঁটে একশো আট সিঁড়ি
পেরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যে জানতো সে কিশোর কবি কি
এখনও আসেনি? এই পুরনো শহরে? আসবে ঠিক।
তার আগে এই পথ পথের প্রাচীন গাছ প্রবৃদ্ধ শাখার
রহস্য আর একটু দেখে নেওয়া যাক। শোনা যাক ধুখুরে পেঁচার
রোমাঞ্চ সিরিজ। এই মন্দির গীর্জার চূড়া কাকচক্ষু দীঘি
পানায় মোড়া ডোবাটিও চলো দেখি। আধভাঙা পাঁচিল
লণ্ঠনের আলো জ্বলছে মাটির উঠোনে তুলসীতলা
মাথা নিচু ঘর দুলছে পাশে চকমিলান শাদা বাড়ি
নাগরিক নকশা মুড়ে। চলো দেখি নদী দুটি আরও
বালির ও পাথরের চোখের জলের মতো ক্ষীণ শুভ্রধারা
পুরনো পুঁথির মতো এ শহর, এখনও আছে কি? ওই কারা
বানায় কেবল বাড়ি শুধু বাড়ি শুধু বাড়ি ছোট্ট এ শহরে!
চলো একটু দেখে নিই প্রকৃতিস্থ প্রকৃতিকে চেয়ে
ছুঁয়ে দেবে দেখি হাতে এর ধুলো এর বালি সোনা
অফুরন্ত স্পর্ধা ভরে, জানি স্থির, আর তো ফিরবো না
তাই এসে দাঁড়ালেম হে আমার কেঁদুড়ির মাঠ
নতুনচটির নষ্ট কালভার্ট, হে বৃষ্টি, হে সেগুনের ফুল
গল্পের খামের মতো কিশোরের হে উজ্জ্বল আহত দুপুর
হে বিকীর্ণ এ বিকেল, ভাঙা মন্দিরের টেরাকোটা
এখানে চেনে না কেউ, কেউ কাউকে, কৃষ্ণকীর্তনের পদাবলী
দেওয়ালে ঢাকের শব্দে ডুবে যায়—; একজন কবি আসবে, তাকে
তুমি একটু জায়গা দিও ঃ সে কিশোর; দিয়েছিলে যেমন আমাকে

ডাকে

এবার বিশ্বাস করো আমি যাকে ভালবাসি তার
নাম নেই রূপ নেই জন্ম নেই মৃত্যু নেই আর
সমুদ্রবিস্তারলেখা নিয়ে এক স্তব্ধ বেদনার
কী শূন্য কী শূন্য এক নীল এক নীল হাহাকার
আমাকে উন্মাদ করে, আমাকে তোমার কাছে ডাকে!

তুমি যে শরীর নও

তুমি যে শরীর নও সে কথা জেনেছি এতদিনে
ভেজাতে পারিনি জলে আগুনে পোড়াতে
ব্যর্থ বিড়ম্বিত আত্মঘাতী শোণিতাক্ত তরবারী
ধুয়েছি, কাঁসাই নদী জলে, তাই এত লাল জল
চুম্বনে এমন সুখ সঙ্গমে এমন হর্ষ জানিনি কখনো
জিহ্বায় পদ্মের পাপড়ি খুলে যায় এমন শৃঙ্গার
রতিসুখসারে স্মরগরলের স্বয়ম্বরা নায়িকা আমার
তুমি যে শরীর নও সে কথা জেনেছি এতদিনে।

দেবদারুকে

সবাই নিজের মতো যদি বলতো। বলে না বলেই
বানানো সমস্ত স্বর শব্দধুমে ঢাকা পড়ে যায়
আর আমরা দিশেহারা রবীন্দ্রভবন থেকে
নিষ্ক্রমণের দরজা দিয়ে
এসে বসি পুকুরের পাড়ে
বাদাম ভাঙার শব্দ দেশলাই জ্বালার শব্দ ছাড়া
আর কিছু ভালো লাগে না দেবদারু গাছ।

সহস্রার

বাইরে এসো হে আমার সহজিয়া নায়িকা এবার
পা রাখো বুকের মধ্যে আমি তৈরী শুয়েছি শ্মশানে
বড় বেশি অন্ধকার মুহুর্মুহু শিবা ডাকছে কাছে
কটাক্ষে কালের মেঘে উত্তাল হে মহামেঘপ্রভা
ওই গৃহবন্দী বেশ ভেঙে মুক্ত করো মায়াকেশ
শরীর ছাড়িয়ে এসো ঃ মুক্তপদ্ম সিক্ত সহস্রার
দেখ কি ব্যাকুল ঃ পথ ছেড়ে দাও আজ্ঞাচক্র ভূমি।

পথের গল্প

ভাগ্যিস পালিয়ে যাইনি
গলিমুখে দাঁড়িয়ে ছিলাম
রোদ্দুর বৃষ্টির চিহ্ন, তাই চিনতে পারোনি হঠাৎ
তোমার সময় কম, কতো কাজ,
দ্রুত চলে যেতে হলো
আমি
আবার গলির মুখে মাথা নিচু ঘাড় হেঁট একা
কোথায় যাব যে কিছু ঠিক করতে না করতে
দৈবাৎ
নষ্ট-বন্ধু নিয়ে গেল পিচ্ছিল গহ্বরে
ভাগ্যিস
তা নইলে এই দশ বারো বছর
কী যে হতো!
ভুলে গেছি ঃ পূর্বজন্মে চেনা
তোমার সে দিব্য মুখ পিশাচের মতো ব্যবহার
ভুলে গেছি ঃ ভুলতে ভুলতে আর এক জন্মের মুখে এসে
জাতিস্মর-বেদনায় জ্বলে উঠল
ট্রাফিক লাল আলো।

শ্রমণ

জ্বরের ঘোরের এই প্রলাপ কি ভালো লাগে বলো
একদিন জ্বরতপ্ত যে মানুষ সারারাত একা
একদিন জ্বরতপ্ত যে মানুষ সারাদিন একা
একদিন জ্বরতপ্ত যে মানুষ বড় বেশি একা
তার জন্যে তার জন্যে শুধুমাত্র তার জন্যে; তুমি
স্তবের ভিতরে যাও পুণ্যশ্লোক স্তুতির ভিতরে।

আমার সর্বস্ব গেছে, রাজকীয় এ ভিক্ষার ঝুলি
মাঝে মাঝে নিতে বড় লোভ হয় শ্রমণ আমার?
যাও, যদি দেখা হয়—তুমুল বৃষ্টির সেই রাতে
যাও, যদি দেখা হয় কঠিন ঘূর্ণির সেই দাহে
অভিনিবেশের সঙ্গে চেয়ে দেখো
উপচে পড়ে যায়
তোমার আঘাত ব্যথা অপমান কলঙ্ক কেমন
দেবতার অশ্রু হয়ে বিন্দু বিন্দু পৃথিবীর পথে।

মায়াজাল

কোথায় সে ভেজাপথ আলতালাল বৃষ্টিভেজা পথ
খ্রীষ্টান কলেজ থেকে চলে গেছে কেঁদুডির দিকে
কোথায় ছুটির ঘণ্টা বুকে চেপে ব্রাডলে প্রাইস
হস্টেলের পথে ফেরা, তার ফেরা কানকাটার দিকে
সরস্বতী পুজো হয় না? জলটাকী কি নেই?
মিশন গার্লস হাইস্কুল তেমনি আছে বুড়ো মেহগনি
কেবল লোহার ভাঙা মরচে পড়া ফাঁকা গেট আজ
কেউ কোথাও হেঁটে যায় না কেউ কোথাও দাড়িয়ে থাকে না
কেউ কোথাও খুঁজে পায় না আজ আর দুরন্ত বিকেল
এখন গোধূলি, পথ বেঁকে গেছে, পথ বেঁকে যায়
বৃষ্টি হয় না সেগুনের ফুল ঝরে না চাঁদমারীডাঙায়
নির্জন টিলায় কোনো দুর্বলতার চিহ্ন নেই
সমস্ত খোয়াই স্মৃতি ঝাপসা দিগন্তের নিচু নীল
আস্তে আস্তে কালো হয় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে নেমে আসে।

ঘুম না আসা কি দোষ? দূরে বাইরে পেঁচা ডেকে ওঠে
যেন রক্ত চমকে দিয়ে যেন ছিন্ন করে অনুতাপ
যেন অবিস্মরণীয় ভুলগুলি এসে জানালায় কাঁপে
রাত্রির তারার মতো, কাগজে লেখার শব্দ হয়
যেন ছেলেবেলা থেকে পিছু ফেরা আত্মহননের
নিঃশব্দ পা ফেলা, ভীরু, বসুন্ধরা তোর ভোগ্যা নয়
বাঁকুড়া কলকাতা জুড়ে টানা আছে মায়াময় জাল।

প্রণাম

তোমার শব্দের মন্ত্রে কতোদিন বাজিনি যে! আজও
লেখো কি ব্যথায় দুঃখে অন্ধকারে আকাশের তলে?
কতো দূরে আছো? আমি একদিন যদি যাই, খুঁজে পাব বাড়ি?
এখন কি সে কিশোর আছে, তাকে পাবে না তুমিও
কেউ আর কাউকে, থাক আমার প্রণাম দুটি পায়ে।

বাড়ির পথে

কলেজমোড় থেকে হাঁটতে হাঁটতে রাত্রিবেলা
ল্যাম্পপোস্টের ঝাপসা আলোগুলি নিভে যায়
জ্যোৎস্নায় প্লাবিত দীর্ঘ সেগুন হিমঝুরি
উঁচু নিচু বাড়ি রাস্তা বিষণ্ণ বিজন
স্মৃতিভারাতুর স্তব্ধ গন্ধ আসে কৃষি খামারের
ফুলের সুবাস, থমকে দাঁড়াই, বাঁদিকে
'অপূর্ব কুটির' আজ চোখে পড়ে না সামনে পিছনে
বিপণন সারি, তাই, দাঁড়াই, এক্ষুনি
যেন তিনি হেসে হেসে ঃ রবি? ভালো আছো?
এত রাতে কোথা থেকে? আমি নতজানু
দুপায়ে এ মুখ রেখে ভেজাবো অশ্রুতে—
যেন তেমনি সব তেমনি বদলায়নি কিছুই
সেই সন্ধ্যে সেই রাত সেই আমার পথসার বেলা
থমকে আছে কী অমোঘ আমি রাস্তা পার হবো বলে
আমার যাবার পথ অবিস্মরণীয় হবে বলে।

শাদা পাতাগুলি

আর কি পারব, আর তো কয়টি দিন
পাহাড়প্রমাণ অপরিশোধ্য ঋণ!
বাকি রয়ে গেল অনেক, অনেক কিছু
জন্মের পিছু মৃত্যুর পিছ পিছু
স্মৃতিবীজ আর পাথুরে সংস্কার
ভেঙে ভেঙে যেতে আসতে বারংবার।
জানি না কিছুই জানি না, জানতে চেয়ে
সারাটা জীবন মেঘে মেঘে গেছে ছেয়ে
ভিজে পুড়ে জ্বলে গিয়েছে শব্দগুলি
ঝড়ো হাওয়া, নাও এই শাদা পাতাগুলি।

মেঘের দুহাতে

বইগুলি পাঠিয়ে দিয়েছি
সাহস করিনি নিজে যেতে
সাহস করিনি ডেকে নিতে
সেগুলি কি পেয়েছ যমুনা?

আমার সাহস খুব কম
তুমি তো সাহসী মেয়ে জানি
একবার এসে জানাবে কি
কোনো কিছু ভুল হলো কি না?

বুকের ভিতরে নদী জলে
বুকের ভিতরে গিরিখাতে
বুকের ভিতরে মরুলোকে
শুধু মেঘ শুধু শাদা মেঘ

মেঘের দুহাতে দুটি বই

রক্তঋণ

এসব নিজের জন্যে, অতি ব্যক্তিগত অনুভূতি
পড়োনা, বুঝবে না কিছু, কষ্ট পাবে শুধু
একজনের দিনগুলি রাতগুলি জলে
ভেসে গেছে বলে, দুঃখ পাবে, থাক, শোনো
ভালবাসা দুঃখময়, তাবলে কখনও
বাসবে না এমন নয়, জীবনের দাবী
মৃত্যুরও মেটাতে হবে, সমর্পিত হবে
উভয়ের কাছে, আর কিছুই শেষ নয়—
কোথাও সমাপ্তি নেই শূন্য নয় কিছু।

যাকে কাছে মনে হয় সে সুদূর, দূরের যে কাছে
চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে নিষ্ঠুর তামাশা
পড়ে থাকে এইসব, জয় পরাজয়ের শিবির
সমস্ত গথিক ভাঙে জনসভা কাব্যের মিনার
পুনর্বার কেউ এসে গড়ে তুলবে গেঁথে তুলবে বলে

রক্তের ঋণের কোনো শোধ নেই পরিশোধ নেই

একটি মৃত্যু

দরজা খুললে শুকনো শাদা পাতার ঝালর
দরজা খুললে মৃত্যুমুখী ঝাঁকড়া ডালপালা
দরজা খুললে কণ্ঠনীল পাতাল-পিপাসা
দরজা খুললে সাংকেতিক প্রতীক থরথর।

তাহলে কি বন্ধ রাখব? জানালাগুলিও?
আমার কি জল আছে? অধিকার আছে?
মাটির গভীরে যাও ঘুমিয়ে শিকড়—
আমার কষ্টের কথা মনে রেখো ঘুমোবার আগে।

একদিন দেখা হবে ঘুম ভেঙে—, কোথায় জানি না,
আমাদের, হয়তো বা মাটিমার অতল হৃদয়ে!

ঘোড়া ও পিতলমূর্তি

যে শহরে বাস করছি তিরিশ বছর
আমি সেই বাঁকুড়ার কিছুই জানি না!

কেবল কুষ্ঠ ও খরা খোয়াই প্রান্তর
বড়জোর বালুচরী পাঁচমুড়ার ঘোড়া—

ব্যাস? তার অন্ধকার তরঙ্গমালায়
বজ্র ও বিদ্যুৎ তার গর্বিত কোটালে
পাথুরে ঘূর্ণীর জলে, যতদূর যায়
দৃষ্টি তার সভ্যতার আদিম নিঃশ্বাসে
জঙ্গলের দাবানলে রুখে দাঁড়ানোর
কঠিন গ্রীবায় তুমি ভীত কি কলকাতা?

তাই কি উপমা দাও ঃ বাঁকুড়ার লোক
তাই কি উপেক্ষা করো ঃ বাঁকুড়ার লোক
তাই কি গ্যালাক্সি থেকে চেয়ে দেখ
সারি সারি মিছিল চলেছে
বাঁকুড়ার মুখ নিয়ে তোমাদের
সখের ময়দানে?

যে শহরে সম্বর্ধিত শুধু তুমি তার
ঘোড়া ও পিতলমূর্তি নিয়ে যেতে আসো!

ইচ্ছে ছিল

ইচ্ছে ছিল তুমি আসবে নিজে
তোমার হাতে দেব আমার প্রীতি
হয়তো চোখের আকাশ যাবে ভিজে
ঝাপসা পথে ফিরব যথারীতি।

ইচ্ছে ছিল পাঠাতে তাই ডেকে
পারিনি, তার কারণ জানি না যে
এই যে অনেক দূরে এলাম রেখে
এর ব্যথা কি আকাশে তাই বাজে!

ইচ্ছে ছিল দুটি হাতের জলে
ভাসিয়ে দেব ওই কবিতার বই
আজ হিমেনীল ব্যাকুল আকাশতলে
তাকাই, কোথায়? কোথায় চেয়ে রই!

ইচ্ছে ছিল ইচ্ছে ছিল ইচ্ছে ছিল শুধু
দিন চলে যায় রাতের পিছু রোজ
পথ চিরকাল তেপান্তরে ধূ ধূ
কেউ কখনও পায়না যে তার খোঁজ।

এই কষ্ট

তুমি ছুঁয়ে আছ বলে হৃদয়ের প্রতিটি শিরায়
বিশ্বাসপ্রবণ এত রক্তস্রোত এত ব্যাকুলতা
এত অন্ধ হাহাকার এত শান্তি বিরোধাভাসের
এমন নির্লিপ্ত ঢেউ চূর্ণ ফেনা পূর্ণ এত নীল
তুমি ছুঁয়ে আছ বলে গ্রন্থিমোচনের এই জল
আশ্চর্য অনন্যগামী এত স্তব্ধ আনন্দ-আকাশ
এত কষ্ট— এত কষ্ট এত কষ্ট একান্ত আমার।

প্রতিক্রিয়াশীল

আমি তোমাদের লোক নই?
তোমাদের জন্যে কিছু লিখিনি বলেই?
কিছুই লিখিনি? তোমরা পড়ো?
বোঝো? শোনো তোমরাও সেঁটেছ
অদীক্ষিতদের জন্যে নয়।
কেন নয়? দীক্ষা নিতে হবে?
তেমনি এসো, দীক্ষা নাও, নতজানু হও
মানুষের কাছে এসো দেখ তার মুখে
কী কী লেখা আছে তার ভাষা
সম্পূর্ণ নিজস্ব—পড়ো শ্রদ্ধাশীল চোখে
দেখবে 'তোমাদের লোক' নয়
'লোকেদের তোমরা' হতে পারোনি এখনও।

অথচ সুযোগ ছিল অঢেল সময়
মানুষ অপেক্ষা করে ছিল দীর্ঘ দিন
তোমরা তার প্রত্যাশার দাম না দিয়েই
মাড়ালে পাঁজর দুর্গ বানিয়ে বানিয়ে

একদিন ধ্বসে পড়বে নিশ্চিত জেনেও

একেই নিয়তি বলি প্রতিক্রিয়াশীল কেউ কেউ।

গ্রামবাংলা শহরবাংলা

ওভাবে স্পর্ধায় নয়, বিনম্র ভঙ্গীতে কথা বলো
জানি তোমাদের হাতে চিরকাল রয়েছে চাবুক
শহরের পথে পথে গিয়ে ঘোরো ময়দান কাঁপাও
এসো না আমার গ্রামে ওরকম উদ্ধত যুবক
আমাদের প্রতিভায় ছায়াকুন্তি কখনও পাবে না
'লজ্জাহীন সুন্দরের মুখে কোনো ম্লান আভা নেই'
বস্তুত সত্যের কাছে দায়বদ্ধ গ্রাম্য সরলতা।

সে আসে না

সহসা তাকাই চমকে উঠি
যদি আসে যদি আজ আসে
হাওয়া হসে করে লুটোপুটি
রোদ্দুর লজ্জায় মরে ত্রাসে

এত অন্যমনস্ক কি ভালো?
সাবধান করে দেবদারু
কেন মেঘ দুহাতে ছড়ালো
এই বৃষ্টি সুন্দর সুচারু!

এত শৈত্যপ্রবাহেও পোড়ে
এ মন! এ কেমন দাহ
কিশোরীসুলভ হেসে ওড়ে
দুপুরের নূপুর প্রবাহ

সে আর আসে না। কোনো কথা
নেই আর আমার। ও মেঘ
ও বৃষ্টি ও ধারাবাহিকতা
তবে কেন এনেছো উদ্বেগ!

তোমরা শুধু দেখে আসতে যদি
সে কিশোরী হয়েছে কি নদী!

এরকম রীতি নাকি? এ যেন নিষিদ্ধ দিনরাত
যে যায় নিজের মতো, অরাজক এই অন্ধকার
কেবলই অসাড় করে কেবলই অসাড় করে মন
শিল্প হয়ে ওঠে সব ভয়াবহ আদিম উল্লাসে
চতুর্দিকে বাঁকা গলি পাইপগানের মতো গলি
পথে পথে জনস্রোত রাজনীতির নৌকাগুলি ভাসে

গ্রামবাংলা, তুমিও কি তমস্বিনী দিনে
শহরবাংলার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রয়েছ!

পথপ্রশস্তকারী

কিংবদন্তীর গ্রীষ্ম, দুপুরের ঘূর্ণী ধুলো হাওয়া
কাদের কাদের পথ চওড়া করছ তোমরা এমন
কালো কালো খালি গায়ে মুখে মাখা মাটি?
সঠিক মজুরি পাবে সমস্ত দিনের শেষে? কারা
নিশান উড়িয়ে যাবে এই পথে? কিছুই জানো না।
শুধু জানো অন্নহীন সন্তানেরা ঘরে বসে আছে
দিগন্তে তাকিয়ে, তোমরা ফিরে আসছো সস্তা সওদা করে।
নুন আনতে ফুরোয় পান্তা যাদের, সন্ধ্যায়
সমস্ত দিনের ক্লান্তি অবসাদ জীর্ণ কাঁথা পেতে
খুঁটির চালের নীচে গাঢ় ঘুমে স্বপ্নহীন কাটে
তারা কোনোদিন জানে না রাস্তা কার জন্যে চওড়া হলো।
এইসব নামহীন মানুষেরা ঘুম থেকে ইতিহাস তোলে
তাল তাল মাটি থেকে তুলে আনে টেথিস আবার
হাজার হাজার হয়ে উড়ে যায় যেতে যেতে ক্রোধে
ভাঙে ব্রীজ টাওয়ার ও ভিত্তিপ্রস্তরের এপিটাফ।
এদের কঙ্কাল নেই এদের ফসিল নেই যাদুঘর নেই
তেমন আগুন কই পোড়াবে যে জল কই ভেজাতে
ধ্বংসের অস্ত্রই কোথা ঃ ভয় পায় ঠাণ্ডাহিম ঘরে
তোমাদের হাতে তৈরী হিম ঘরে রোমশ মানুষ
লুকোনো নখের হাত পাথরের হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠে ফের
অভ্যেসবশত চোষে পান করে চিবোয় সভ্যতা।

আমার সন্ন্যাস

আমার নৈঃশব্দ ভাঙে আমারই প্রকৃতি
অন্তরাত্মা বাধা দেয়, বিষাদে আক্রান্ত হয়ে পড়ে
পারে না। চঞ্চল শব্দতরঙ্গমালায় প্রতিহত
প্রহত ও প্রতিহত হতে হতে ব্যথায় ঘুমোয়।
স্বপ্নে জেগে ওঠে ধীরে গম্ভীর গুহায় ঢুকে যায়
যেখানে বল্কল আর কমণ্ডলু রুদ্রাক্ষসম্বল
রাত্রি। প্রাচীন পর্বত। স্তব্ধ আকাশ। গম্ভীর।
স্বপ্নেই ঘুমিয়ে পড়ে পুনর্বার জেগে ওঠে রূঢ়
রুক্ষ লোল সংসারের স্নেহকলরবে।
আমার সন্ন্যাস কাড়ে আমারই প্রকৃতি।

একটি দানায়

কিছুটা বলার থাকে, অনেকটা কেবল
আলো বাতাসের মতো অননুভবের।
তাই বুঝতে কষ্ট হয়, চেষ্টাও করো না
যেমন উদামশীল অন্যান্য ব্যাপারে।
খানিকটা আড়ালে থাকে, বাকি সব খালি
লতাগুল্ম পাখি টাখি নিদেন নদীও
সামান্য এগিয়ে গেলে দেখা হতে পারে
তা যাওনা, দুধে ও ভাতে সুখে থাকো বেশ।
বেশ তো, মাথার দিব্যি দিয়েছে কি কেউ?
একটি চিনির দানা টেনে টেনে গর্বে ফুলে ওঠো
সুখী হও ঃ কোনোদিন ভুমার প্রার্থনা
করো না, জ্বলে ও পুড়ে ছাই হবে সর্বস্ব খোয়াবে।

তমাল

তোমার জন্যেই এই কথা বলা পথে ঘোরা বাড়ি ফিরে আসা
ইস্কুলে ব্ল্যাকবোর্ডে তাজা চকখড়ির মতো ক্ষয়ে যাওয়া
তোমার জন্যেই ভিড়ে কোলাহলে একা একা এত অন্বেষণ
এত হন্যে হয়ে মরা লোভে পাপে মৃত্যুতে মৃত্যুতে।

তাতল সৈকত শুধু। বারিবিন্দু কোথায়? এ সুতমিত রমণীসমাজ
ভুবনমোহিনী মায়া দিয়ে গড়া, তোমার জন্যেই
স্বতন্ত্র সংহিতা হয়, আর তার টীকা ভাষ্য যে করে মরে সে
ঈশ্বরীর আভা লেগে ঃ পৃথিবীতে লোকশিক্ষা চলে—।

এরকমই জন্ম যায় জন্মান্তর যায়, তার ব্যাপ্ত পরম্পরা
আশ্রমে আশ্রমে জ্বলে গার্হস্থ্যহিমের ঘ্রাণ শ্রমণের স্বেদ
তবে কেন খেদ করে অমন ফিরিয়ে দিলে চোখের পিপাসা?
এখন তমাল কই যে দেহ তুলেই রাখবে না পোড়ায়ে
না ভাসায়ে জলে?

মনে পড়ে

যেভাবে কাটাতে চাই দিনগুলি সেভাবে কাটে না।
কখন তোমার কাছে গিয়ে বসব
গলা ধরে বলব, বলো ওমা
সেই দুঃখী রাজপুত্র আজও তেপান্তরে?
আজও সে ফেরেনি ঘরে? বৃদ্ধ বটে ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী
এখনও বলেনি তাকে কী উপায়ে সে ভাঙাবে ঘুম!
আমার শুধোনো হয় না মা, তুমি খেয়েছো কিনা, কেন
তোমার সজল চোখে এত মেঘ এলোমেলো হাওয়া—?
সারাদিন পথে পথে উড়ে পুড়ে আজও যায় দিন
তেমনি রুখু চুল ক্ষয়া পাজামা পাঞ্জাবী জীর্ণ চটি
পাঁজর তলের তেমনি ভীরু দীপ
ছায়া দীর্ঘতর
তেমনি শাদা কালো পথ উঁচু নিচু দুপাশে জঙ্গল
তেমনি একা, ওমা, একা, আজকাল ভীষণ ভয় করে
আর তোমাকে মনে পড়ে মনে পড়ে যেন জনান্তরে
জটিল জন্মের জলে ভেসে যেতে যেতে মৃত্যুমুখী—মনে পড়ে

নিজের কাছে

নিজেই নিজের কাছে যেতে যেতে আজ
এই পথে,—কেউ আমাকে বলেনি কিছুই
প্ররোচিত করে কেউ ছলনা করেনি।
এমন হতেই পারে; সব কিছু মেলে না কখনও
মেলে না বলেই বলবো, সরে এসো চলে এসো একা?
তাহলে আঘাতে প্রতিঘাতে ঝড়ো রাতে
কেন মনে হয়েছিল নির্ভার নিবিড়
সত্তার বিষাদ নেই— জৈব তাপ নেই?
কেবল আনন্দ-সার অহেতুক আলো
গড়িয়ে গড়িয়ে নামে শ্যামরায় চূড়ায়
ছায়ায় আচ্ছন্ন চিত্তে মানুষের মতো
আমাকে আমার কাছে যেতে বলে আর
আমার সমস্ত লেখা গোপন খাতার
জড়ায় ছড়ায় ছিঁড়ে তীক্ষ্ণ কাঁটাতারে।

নিজের হাতে

আমি নিজে হাতে লাগিয়েছি এই গাছ
আজ তার শাখাপ্রশাখা জটিল ঝুরি
আমাকে জড়ায়; তার শিকড়ের আঁচ
লেগে পোড়ে নীচে গোপন পাতালপুরী।

আমি নিজে তাকে এনেছি এখানে ডেকে
সে এখন নখ দাঁত করে ব্যবহার
গ্রহে গ্রহে তার মায়াজাল টেনে রেখে
শুষে নেয় সব নিঃস্ব এ সত্তার।

এখন আমাকে দিয়ে যেতে হবে সব
সেই কারণেই জড়ো করি যতো ভুল
দ্যাবা পৃথবীর স্নেহার্ত কলরব
অসহ্য সব আগুনের লাল ফুল।

আমি নিজে হাতে এখন নিজেকে নিয়ে
বানাই অরূপ অরস স্পর্শাতীত
আরেক ভুবন যেখানে তোমাকে দিয়ে
টেনে নেব সব আনন্দ অপহৃত!

এভাবে কে

বড়দিনে যৎসামান্য দেবে?
সম্মুখে পেতেছি করতল
চোখে চোখ রেখেছি সজল।
দিন গেছে রাত্রি গেছে ভেবে

যদি দাও যদি কিছু দাও—।
দুজনেরই নেই কোনো ঋণ
তবু বড়দিন বড়দিন।
না হয় এ চোখের ভাষাও

পারলো না তোমাকে বোঝাতে।
সেটুকুই সব? এই লেখা
ব্যথাতুর কাঁপে দেখ একা
ঝরো ঝরো তুলে নাও যাতে।

যা চাই তা তুমি দিতে পারো
তাই ওইদিন ওই রাত
বিশ্বাসপ্রবণ দুটি হাত
ঠেলে ঠেলে এসেছে এবারো

বড়দিনে সামান্য আশায়
ঘুরে ঘুরে পথে পথে পুড়ে
ভালবাসা নিয়ে বুক জুড়ে—
এভাবে কে জীবন ভাসায়

শুধু দুটি চোখের অতলে

অন্ধ বনভূমি

তোমার কৈশোর নিয়ে ও যায় ওখানে
দুঃসাহসী দুপুরের রোদ্দুরের মানে
জেনে নিতে, একা একা; মনে পড়ে কিছু?
মনে পড়ে? মুহূর্তেরা মুহূর্তের পিছু
কীভাবে ভেঙেছে সব? আজ তার দেনা
শোধ করে যেতে হবে, কিছু লুকোবো না
মুঠোতে শিকড়ে বীজে পোশাকের তলে
মাথার ভিতরে শুধু মদ গাঢ় হলে
ও বলে, চোপ রও, এই শহর এ দেশ
আমার, উল্লুক, হটো, ভেঙো না আবেশ
সবাই মুখ নিচু হাঁটে, সরে যায়. জানে
এ দেশ তাদের না, কখনো এখানে
নামেনি শিকড় নীচে, যে কোনো হাওয়ায়
উড়ে যাবে পুড়ে যাবে, উড়ে পুড়ে যায়—
ও কার কৈশোর নিয়ে এইভাবে একা
উন্মাদের মতো যায়? এই রাত্রিরেখা
তাকে কি নিষেধ করে? তুমি করো? তুমি?
এ দেশ জানেনা কিছু : অন্ধ বনভূমি।

শ্লোক

যে যায়, সে বলে যায়? যে যায় না? তাহলে
এরকম উল্টোপাল্টা ঝড়ে আর জলে
তোমার দাওয়ায় একটু দাঁড়াব এখন
চলে যাব শান্ত জলে অভিশপ্ত মন।
জীবন কি অর্থহীন পুঁথির পাতার
যাদু, যে পারিনি ফেলতে তার
দুটি হাত ও করোটি! তোমার উঠোনে
একটু জিরোতে দাও—ঈশানের কোণে
ও মেঘ ভালো না; যায়, যায় না যাহোক
দেখ তুলসী মঞ্চে লেখা শ্লোক :
কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্বধাম
কৃষ্ণের শরীরে সারা বিশ্বের বিশ্রাম।

যাবো না

যদি বলো, যাবো না ওখানে
কেননা চোখের ভাষা জানে
আমার সমস্ত বিধিলিপি

আমার অতীত ভবিষ্যৎ
ওই চোখ জানে যাদুবৎ
গোপন টিলা ও খাত টিপি

অনেক অপরিশোধ্য ঋণ
রয়ে গেছে তারা থেকে তৃণ
তোমার ও দুটি চোখ জানে

তাই আর যাবো না ওখানে।

ডানা

বলে ভাবি, আমার এভাবে
বলা ঠিক হয়নি, যেভাবে
বলা যায় এরকম দিনে
তা আমার ভেসে গেছে ঋণে
আজ চুপ করে থাকা ভালো।
ডানায় কি ভাষারা ছড়ালো!

দেবদারুর পাতা

আজ দুপুরের দুটি দেবদারু হাওয়ায় হাওয়ায়
এমন চঞ্চল ছিল যে আমার অমনোযোগের
সুযোগে ছাত্রীরা সব কলরবে বকুনি খেয়েছে।
কেন যে দেবদারু দুটি ওরকম চঞ্চল হয়ে উঠেছিল আজ!
কেন যে এ অমনস্ক মনে মনে সারাটা দুপুর কেঁপেছিল!
কেন যে এ ওর মুখে তার মুখে তাকাতে তাকাতে
আয়ত সজল দুটি চোখ খুঁজে খুঁজে গেছে বেলা!
কে জানে। দেবদারু, তার এভাবে বিষণ্ণ হাওয়া তুলে
ভুলে যাওয়া ওই মুখ মনে করিও না কোনোদিন।
আমরা লুকোই মুখ তোমাদের ঝরাপাতাদের খুব তলে
আমাদের ঢেকে রাখো ঢেকে রাখো দেবদারুর পাতা।

কালকের কবিতা

সেদিন করিনি, কাল প্রণামের ছলে কাছে এলে
দুটি হাত তুলে ধরব, কেউ কিচ্ছু বলতে পারবে না
এমনকি ঋষিতুল্য দেবদারু দুটিও; কাল ছোঁব
তোমাকে সবার সামনে দুঃসাহসে অত্যন্ত সহজে
খুব নিচু স্বরে বলবো, যমুনা, তোমাকে ভালবাসি
কাল আমি তোমার দুর্গে অতর্কিতে আমার পতাকা
টাঙাবো, যমুনা, কাল জয় করব খুব হেরে গিয়ে
তোমার চোখের তীব্র শুভ্র সেই পবিত্র আলোতে
পৃথিবীতে বলে যাব ঃ কারো না সে কারো না কারো না
তাকে ভালবাসা যায় না সে না বাসলে কখনও কখ্খনো।

সাহস করে

'ভুলে যাবেন'—ভাবলে যে কী করে!
বাজিয়ে দিলে সারাজীবন ভরে।
'ভুলে যাবেন ভুলে যাবেন' কাঁপে—
সারা দুপুর সঙ্কটে সন্তাপে—
কাল এসে কী বলবে? সাহস করে
'ভালবাসি'—বলবে? দুচোখ ভরে!

দুর্বলতা

কবির
থাকতে পারে দুর্বলতা
তাতে কি!

কবি যে
মানুষ, তাকে জানতে হবে
জীবন তো।

তবে যে
একলা এসে দুপুরে তার
হাসলে না?

দিলে না
স্পর্শাতীত একটু ছোঁয়া
দিনান্তে?

চোখে যে
নীরব ভাষা, হৃদয় তাতে
ছিল না?

তবে সে
লিখল কেন তোমাকে রোজ
তোমাকে?

তবে সে
পড়ল কেন তোমার চোখে
কবিতা!

সে জানে
তোমাকে ঢের, সমস্তা ও
জগৎসু

তুমি কি
বুঝতে পারো? পেরেও করো
ছলনা!

আমরা
এবার তবে সভায় তাকে
বসাবো

তোমার ওই
বিবাহে, সে আজকে প্রধান
অতিথি।

তোমাকে নিয়ে কবিতা

তোমাকে, তোমাকে নিয়ে একগুচ্ছ কবিতা লিখলাম।

শুধু এই। এরপর কিছু নেই। কোনোদিনই নেই।
যে যেখানে আছি থাকি না থাকি পরের গল্প ধূ ধূ
একটি সবুজ ঋজু শাদা রেখা দিক হতে দিগন্তে উজ্জ্বল
তার বাইরে যত কিছু অর্থহীন জীবন জড়ানো কারুকাজ
তবু গল্প কথকতা তবু গান যৌবনের যন্ত্রণা কাহিনী—

তোমাকে, তোমাকে নিয়ে তাই কটি কবিতা লিখলাম।

আজকের কবিতা

হয়তো তুমি এসেছিলে সিঁড়িতে নামার মুখে দাঁড়িয়েও ছিলে
আমি কি তাকাতে পারি? ওই ভিড়ে? হুমড়ি খাওয়া চোখের সম্মুখে
কেবল তোমার দিকে? বাড়ি ফিরতে বাসের জানালায়
ধূসর দিগন্ত আজ বড় বেশি ছলো ছলো ধূসর আকাশ
বড় বেশি মেঘম্লান হু হু হাওয়া বড় বেশি চঞ্চল যমুনা
আজ আমার মন খারাপ আজ আমার মন খারাপ খুব।

তুমি কতক্ষণ ছিলে? সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে দেখেছিলে? আমি
তাকাইনি—পেয়েছো দুঃখ, তাকাইনি, সমস্ত সত্তা দিয়ে
অনুভবে শুষে নিয়ে নেমে গেছি, সিঁড়ি কেন এত কম, দ্রুত নেমে গেছি?
যমুনা, তোমাকে শুধু চোখে দেখাটুকুও হলো না? জানো কতো
কথা যে ভেবেছি এই দিনের জন্যেই—দেখা হলো না তোমাকে
একবার শুধুমাত্র দেখা করতে—একদিন—একদিন, আসবে না?

আজ আমার স্নান হলো না তোমার চোখের ওই পবিত্র আলোতে
আজ আমার দেখা হলো না নিজেকে তোমার ওই চোখের আলোতে
আজ আমার ভালবাসা রক্তক্ষত কলেবরে ফিরেছে দুপুরবেলা একা
অদৃশ্য প্রতিমা যেন বিসর্জনে দিয়ে—ঘরে—নিজেরই নিকটে
আজ এই ব্যথার গল্প কষ্টের কাহিনী লিখতে লিখতে ঝরে যায়
না কোনো গাছের শুকনো পাতা নয়ঃ তোমার দৃষ্টির স্মৃতি মুহূর্তের অনন্তের স্মৃতি।

এরকমই

ভালবাসা এরকমই। শুধু দুঃখ। ব্যথার কঙ্কাল।
তবু তাকে পেতে চায় অর্বাচীন অন্ধ নরনারী।
গল্প ভাঙে গল্প গড়ে—শেষ হয় না নিরবধি কাল
সবচেয়ে পুরনো পথে যেতে যেতে ফিরে আসতে পারি?

ভালবাসা এরকমই। মানে হয় না, কোনো মানে হয় না, তবু তাকে
ভেবে ভেবে সারারাত ঝরে যে হৃদয়—কেউ তার
অন্ধকার বেদনার স্পর্শ নিতে শুশ্রূষার কণ্ঠে বলো ডাকে?
ভালবাসা যন্ত্রণার নীলাঞ্জন অগ্নিশিখা স্তব্ধ পারাবার।

যে লেখালো তাকে

বহুদিন লিখিনি, তুমি আচম্বিতে বিচিত্র ব্যথার
কাহিনী লিখিয়ে নিলে
ব্যক্তিগত গোপন সুন্দর।
কিছুই জানলে না।
ছুটি। কোনোদিন জানতেও পারবে না
একটি হৃদয় ভিজে গিয়েছিল এইখানে
দেবদারুতলে
চকখড়ির মতো মুছে যাবে সব একদিন
মুখে চোখে চুলে শাদা গুঁড়ো
দিনগুলি রাতগুলি যাবে
মৃত্যুমুখী নদীর ভিতরে
সাক্ষী রইবে বৃদ্ধ বট ঝুরিময় অনন্ত দুপুর
অন্নময় কোষে স্তব্ধ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ একজন।

তোমাদের বাড়িতে

যদি কোনোদিন দেখ তোমাদের বাড়িতে আমাকে?
সেদিন যা ভালবাসো—রোদ বৃষ্টি শীত হু হু হাওয়া
ধূসর ব্যাকুল নদী শাদা মেঘ ঝাউবন ভাঙাচোরা ঢেউ
গোপন গহন চিঠি ফেলে আসা কিশোরী দুপুর
সাজানো পুতুল তীব্র চিলেকোঠা নিষিদ্ধ নিবিড়
জ্বরের ঘোরের সেই দিনগুলি রাতগুলি অবিস্মরণীয় বন্ধু সব
দেখবে এসেছে নেমে উঠোনে ব্যাকুল কলরব—

যদি কোনোদিন দেখ আমি গেছি, চলে গেছি বাড়ি
তোমার চোখের তলে জলে জলে ভেজাবে তাতল বালিয়াড়ি?

লেখো

লেখা ছেড়ে দিলে কেন? তোমার সুন্দর হাত ছিল।
একবার দেখতে পেলে মনে হয় এমন হতো না।
লেখো দুঃখ লেখো দুঃখ দুঃখের মেধাবী অধিকার।
শুধু তাকে নিয়ে লেখো লেখো তার অতল দুচোখ।

চিরকাল

না ঘুমোনো রাতটুকু তুমি নিলে ভোর
কে এই সকাল নেবে সারাদিন ওর
কোথাও কিছুই হয়নি সবই ঠিক আছে
কে কবে এসেছে গেছে দূরে কার কাছে
বহু ব্যথাভার বহু বেদনার ভার
হৃদয়ে গভীর তলে জমে আছে তার
তাকে বলো তাকে বলো ঘুমোতে এখন
বড় ক্লান্ত ম্রিয়মান তার এই মন
সে কখনও ভালো নেই, যদি তুমি তাকে
ভালবাসতে! বেসেছিলে? কখনও আমাকে
বলেনি তো! কেউ বলে? এরকমই রীতি
ভালবাসা সুগন্ধের মতন অতিথি
মালা গাঁথে মালা ছেঁড়ে এই তার খেলা
কাঁদিয়ে যে সুখ তার দিয়ে অবহেলা
সাক্ষী যমুনার জল তমালের ডাল
এখনও ধ্বনিত হয় ঃ ফিরে আসব কাল
ফিরে সে আসেনি ঃ দুই চক্ষু জলে ভেজে
অনন্ত অনন্তকাল—ভালবাসে কে যে!

ঘুমিয়ে পড়েছে

এখন সমস্ত ব্যথা ঘুমিয়ে গিয়েছে
স্বপ্নে তবু তুমি শুধু তুমি শুধু তুমি
এ রকম পূর্ণগ্রাস! চরাচরে ছায়া
ছায়ার ভিতরে তুমি। কার কথা বলি?
কার কথা আজ আর? আমার? এখন
ঘুমিয়ে পড়েছে ওরা, জাগবে না আর
মুখে লেগে আছে ক্ষয় ক্ষত চিহ্নগুলি।

রেখে এলাম

এই যে পথের জটিল বাঁকে
রেখে এলাম
তোমাকে, এর মানে কি আর
তোমার সঙ্গে
দেখা হবে না?

এই যে গেলাম, ফিরবো না আর
দেবদারু তার
চূর্ণ পাতার
যতই বাজাক নূপুর দুপুর—
এর মানে কি
আমার সঙ্গে
কোথাও তোমার
দেখা হবে না?

এই যে শুধু চোখের দেখা
গভীর গোপন
তাকি কখন হাজার তারার
সভায় হঠাৎ
উঠতে পারে আকুল দুলে!

তবু আমার সমস্ত ভার
তোমার হাতে
অলক্ষিতে
রেখে এলাম।

জ্বর

দুচোখে নীরবে ছুঁয়েছি তোমার চোখ।
ছুঁয়েছি কি আমি ছুঁয়েছি কি ওই মন?
স্রোতের প্রবাহে লিখেছি কেবল শ্লোক
আগুনের সেতু ঃ দুই পারে দুই জন।

তাকাতে পারিনি ভিড়ে কোলাহলে বলো
দুজনে ফিরেছি আঁধার ছড়ানো পথে
দুদিকে ঃ তোমার দুপুর, সন্ধ্যা হলো
আমার, ফুরোলে এ গল্প কোনোমতে।

তোমার কী দোষ, আমি ভীরু চিরকাল
ভেসে গেছে সব চিরদিন রাতভর
সহস্রবার মার্জনা চাই—কাল
ফিরে এসে খুব খারাপ রয়েছি, জ্বর!

এবার আমাকে

যে দেখেছে ওই প্রেম কামগন্ধহীন
আমি তাকে রোজ বলি প্রায় প্রতিদিন
আমাকে প্রেমের কবি করো।
আর বেশি বেলা নেই, এ গোধূলি ভরো
তোমাদের ওই প্রেমে; এবার আমাকে
সত্যি কথা বলতে দাও এই শেষ বাঁকে
আমাকে তোমার কবি করো।

সেদিন

সময় হলেই ঠিক মুখোমুখি হব
এখনও আমার ঢের দেরি আছে যেতে
তাই কি আবার আসতে হবে একদিন?
সেদিন যদি না তুমি থাকো!
সেদিন যদি না তুমি থাকো!
সেদিন যদি না তুমি থাকো!

কোনো একদিন

একদিন রাজপুত্র এসে
তোমাকে গভীর ভালবেসে
নিয়ে যাবে ধরে দুটি হাত

একদিন কোনো একদিন

আপাতত দৈত্যের পুরীতে
ঘুমোও বেদনা নিতে নিতে
এই কটি সারাদিন রাত

একদিন কোনো একদিনে

সে এসে গভীর ভালবেসে
পিপাসার ঠোঁটে অক্লেশে
শুষে নেবে সমস্ত আঘাত

একদিন কোনো একদিন

আজ শীতে ঝরা পাতাগুলি
ঢেকে দিক ধূসর গোধূলি
হয় হোক বৃষ্টি অকস্মাৎ

একদিন আসবে সে নিতে
তোমাকে—এ শহরতলীতে
শোধ করে দিতে সব ঋণ।

তোমাকে নিয়ে

ও মেয়ে, আমি তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখি বলে
অনেক অনেক অনেকদিন আগের জোনাকিরা
লজ্জাহীন পুঞ্জীভূত কী উন্মাদ জ্বলে
লুব্ধ চোখ অরুন্ধতি অত্রি ও অঙ্গীরা।

ও মেয়ে, আমি তোমার চোখে দুচোখ রাখি বলে
জীবনময় অন্তহীন আমার এক দুপুর
অনেক অনেক অনেক দিন আগের কৌশলে
দুপায়ে বাঁধে দুঃসাহসে মৃত্যুনীল নূপুর।

ও মেয়ে, আমি তোমাকে রেখে রেখে এলাম বলে
গঞ্জনায় বিদ্ধ করে রক্তক্ষতব্রত
অনেক অনেক অনেকদিন পৌরাণিক জলে
সিক্ত এক কিশোর কিছু অন্বেষণরত

ও মেয়ে, তবু তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখি আজ
ছন্দে মিলে মাত্রাভুক অক্ষরে অক্ষরে
নিজের হাতে তোলা বুকের পাথরে কারুকাজ
অনেক অনেক অনেকদিন আঁধার এই ঘরে।

আরও কিছুদিন

আরো কিছুদিন থাকো, আরো কিছু লিখি
অন্তত কয়েকটি দিন, ছুঁয়ে থাকো তুমি
তোমার মুখের রেখা চোখের আকাশ
যদি ধরে রাখা যায় যদি গেঁথে রাখা যায় যদি—
চলে তো যাবেই, গেছো, স্মৃতি থেকে শুধু
ঝরে যেতে বাকি আছে মুহূর্তেরা ক'টি
কী করে যে রাখি সব কী করে যে রাখি
গল্পের খামের মতো শব্দের শক্তির মতো ধরে
মেঘ করে মুঠো থেকে তোমার ঠোঁটের হাসি ঝরে
গলে পড়ে দুচোখের মুহূর্তের অনন্ত কেমন
পথের ধুলোতে—বড় অসহায় দুর্বল—আমাকে
ক্ষমা করো, লিখে রাখতে চেষ্টা করে যাই

অতিব্যক্তিগত শুভ্র বেদনার বিষণ্ণ কাগজে
আমাদের মিত মুগ্ধ নিবেদিত নিরঞ্জন দাহ
অনাশ্রিত এ অনন্ত দুপুরের অধরের তাপ
জ্বরের ঘোরের মতো পকেটে লুকিয়ে বাড়ি ফেরা
দুঃখের পবিত্র রঙ কষ্টের জীবন পাণ্ডুলিপি
আরো কিছুদিন থাকো পৌত্তলিক গোধূলিতে তুমি।

উজান

দু দুটি বছর যেই শেষ হলো ছুটি হলো ক্লাশ
আমার ফেরার তাড়া স্টপে এসে দাঁড়িয়েছে বাস
তুমি এসো দুটি হাতে আমার কিশোর বেলা নিয়ে
সেই কেঁদুড়ির মাঠ কালভার্ট জুরো পথ দিয়ে
উদাসীন দুটি চোখ ভাসিয়ে সহসা জলে জলে
ব্যাকুল বিকেল বেলা ভেঙেচুরে এ দুপুর হলে
এ তুমি কি ক্ষতি করে ভরে দিলে ফসল অগাধ
জানো না, জানো না, বহু কষ্টে গড়া অশরীরী বাঁধ
ভেঙে জলে জলময় অতীন্দ্রিয় স্রোতে
ভেসেছি ডুবেছি, তুমি উজানে, বাঁচাবে আজ হতে!

চাঁদ সাক্ষী

আজ ওকে নিয়ে বড়ো বাড়াবাড়ি করো
এভাবে কি ওকে নিয়ে লেখা টেখা ঠিক?
লোকচক্ষু লোককর্ণ ইঁটেরও ভিতরও
সতর্ক সজাগ, টি টি পড়বে চারিদিক।

পড়ুক? এ নিয়ে দেখতে চাকরি চলে যাবে
জীবনানন্দের মতো—; সব যদি জানো
নিজের বিপদ নিজে ডেকে এইভাবে
মরে কেউ? ছাড়ো ওই তাকানো টাকানো।

অক্ষরে অক্ষরে সব ঘটতে যাবে যেই
চাঁদ ওঠে অক্ষরের মায়াজাল ছিঁড়ে
হেসে বলে ঃ কে ও কে ও কেউই তো নেই!
কোনোদিন! চাঁদ হাসে রাত্রির নিবিড়ে।

গুহা

বড়দিনে আজ যদি তোমাকেই নিয়ে
শুশুনিয়া যাই পাহাড়চূড়ায় উঠি
নীচে সরু নদী শাদা জলধারা দিয়ে
দেখব ভেজায় দুঃখ একটি দুটি

চূড়ায় দেখব চূড়ান্ত সেই নীল
মুখে চোখে মেখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যদি
মাত্রাবৃত্তে তুমি খুঁজে দাও মিল
আমরা দেখব নীচে নেই কোনো নদী

কোনো নদী নেই? নেই। সে চূড়ায় উঠে
পারেনি ছাড়তে ভাসানের নীল লোভ
থরো থরো নীল দুপুরে উঠেছে ফুটে
সহস্র তারা! বলো আছে আর ক্ষোভ?

বড়দিন। বড়। বড় বেশি বড়। কবে
ঠিক ছুটি পাব! আমরা শীর্ষমুখী।
তোমাকে আমাকে নিয়ে কি সংঘ হবে?
হারাতে যা কিছু চলো ও গুহায় ঢুকি।

বৃষ্টি

অনেক নদী মৌন থাকে বাইরে
বুকে জল
অনেক পাহাড় বাচাল, বুকে
নিশ্চুপ নিশ্চল।

এসব জেনে আমার কী লাভ
মায়াবী দেবদারু?
তুমি কি তার চোখ দেখেছ
মন দেখেছ কারও?

মেঘ ছেয়েছে। বৃষ্টি হবে।
বিদ্যুতে বিদ্যুতে
বিদীর্ণ নীল। সাহস কোথায়
এই দুহাতে ছুঁতে।

আমি জানি না। আমি জানি না। আমি জানি না।
তুমি?
যমুনা? নীল বৃষ্টিভেজা রাতের
বনভূমি!

প্রতিক্রিয়াশীল ছাদ

রোদ জ্বলছে কাঁচপোকা টিপ পাতা কাঁপছে নীল শীতে
ধূসর বিষণ্ণ বেলা বই ছড়ানো ইতস্তত ছাদে
নির্জন নিঃসঙ্গ ছাদে লুকোনো দুপুর থমকে আছে
দুচোখে তোমার।
লেখা শেষ হয়নি তখনও
শেষ হয়নি শেষ দেখাটুকু ঃ চোখে পড়ছে চোখ
দৃষ্টির সম্পাতে ফুটছে অতল জলের তলে ফুল
বৃষ্টি পড়ছে বৃষ্টি পড়ছে পড়ছে তো পড়ছেই—
ঘন্টা পড়লো।
রোদ জ্বলছে এলোমেলো হাওয়া
দুপুরের ছাদে কাঁপছে জ্বরতপ্ত একশো পাঁচ তাপ
গভীর নিঃশ্বাসে পুড়ছে গোপন সন্তাপ, মনে মনে
অনতি অতীত দৃশ্য ঃ
চোখে পড়ছে নিবদ্ধ নিবিড়
স্বপ্নের আকাশ জলে জলময় মেঘে মেঘে ম্লান
বিদ্যুতে বিদ্যুতে তীব্র উচ্চকিত মৌসুমী বাদল
চোখে পড়ছে সিঁড়ি ছাদ করিডোর ক্লাশ ...

প্রতিক্রিয়াশীল ছাদে ছড়ানো ছিটোনো বই
পরীক্ষার খাতা

তোমার সাহস দিয়ে

তোমার সাহস দিয়ে নিয়ে যাও তমসার জলে
দেখ জলে পিপাসার তরঙ্গ আমার করতলে
কলুষ কল্মষ হয়ে ঝরে যায় শীতের পাতায়
দেখ এ শরীর ঘিরে জলের পিপাসা ঝরে যায়।

তোমার সাহস দিয়ে তুলে ধরো ঠোঁটে রেখে হাসি
চিরন্তন দুপুরের শরৎ পূর্ণিমা ভরা জ্যোৎস্না রাশি রাশি
আমাকে আর একবার নিয়ে চলো কেঁদুড়ির মাঠে
চুম্বনে চুম্বনে তীব্র ঘূর্ণী তোলো রাত্রির চৌকাঠে।

তোমার সাহস দিয়ে এ কবিকে এ ভীরু কবিকে
দেখাও রহস্যনীল সে আকাশ মুক্তি দিকে দিকে
ধীরে ধীরে গ্রাস করো পূর্ণগ্রাস ঢেলে অন্ধকার
তোমার সমস্ত চুলে শুষে নাও এই তাপ শরীরের ভার।

দেখ কী চঞ্চল স্রোত কী ভীষণ ক্ষুধার্ত অস্থির
দেখ কী ভয়াল রূপ কী সুন্দর সন্ধ্যার নদীর
দেখ কী তরঙ্গ নিয়ে ধাবমান আজও নৈরাঞ্জনা
তোমার সাহস দাও হে কিশোরী, তাছাড়া বাঁচবো না

তোমার সাহস দাও শক্তি দাও—আমার অজপা
দাও প্রেম সহজিয়া এ কবিকে কাতর কবিকে।

ঘুম

ভুলে যাবে, ভুলে যাব, মুহূর্তগুলিকে নেবে কেড়ে
এখন অনায়াসে—
কতো যে নিয়েছে আজীবন!
তাই স্বপ্ন ভেঙে ঠিক বেঁচে থাকি সহজ সুন্দর
তাই গল্প শুরু হয় বার বার শেষ হয়ে গেলে
নিজেই নিজের কাছে আসি যাই আসি যাই আসি
নিথর নিঃসঙ্গ শাদা পথরেখাটুকু পড়ে থাকে

এভাবে আমাকে নিয়ে দুরূহ খেলায় তার কাটে চিরকাল
নতজানু হতে বলে, ফোঁটা ফোঁটা জলের ছটায়
গলায় তারার মালা, এলোচুলে অনন্ত আকাশ
সমস্ত ভুলিয়ে দেয় জীবন মৃত্যুর মাঝে
ঘুমের ভিতরে।

নূপুর

প্রেমের কবিতাগুলি থাক। বাকিগুলি বৃষ্টি নাও তুমি।
শ্লেকোত্তরা তোমাকে রাখলাম। বাকি সব কাঁসাইয়ের জলে।
বিশ্বাসপ্রবণ স্থির দেবদারু, তোমাকে? তোমাকে?
দৃশ্যের প্রতিমা, তুমি? যাবে। যাও। পৌত্তলিক আমি
ব্যক্তিগত ধর্ম নিয়ে তুলে রাখব স্মৃতিগন্ধ
দুপুরের লুণ্ঠিত নূপুর

মধ্যরাতে

তোমার চিবুক থেকে খসে পড়া একটি দুপুর
গল্পের বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম।
চোখের আকাশ থেকে ছলকে পড়া একটু রোদ্দুর
রেখে দিলাম চিলেকোঠায় অসাবধানী হাতে।
তোমার নিঃশ্বাস বাষ্পটুকু রইল পাঁজরের তলে।
তোমার গমনপথ আঁকা রইল পিপাসার্ত জলে।
তুমি এলে চলে গেলে এই স্বপ্ন ঘুমের ভিতরে থেকে গেল।

এইবার রাত্রি হবে। অন্ধকার নেমে আসবে। তবু
তারাদের আলো নিয়ে আমি মুখোমুখি হবো ঠিক
একটি গল্পের রেখা মুছে যাবে বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে মধ্যরাতে।

একদা

এ কখনও প্রেম হয়, হতে পারে? প্রেমের পৃথিবী
এই পৃথিবীতে ছিল, একদিন, আজ আর নেই।
আমরা বৃথাই যাই, ফিরে আসি, যাই, ফিরে আসি
আমাদের জন্ম যায় মৃত্যু যায়, মোহান্ধ তিমির
আমাদের ঢেকে দেয়—ঘাস পাতা লতাগুল্ম উই
পেড়ো বাস্তুভিটে যেন লুপ্ত সংসারের চিহ্নহীন—
আমরা প্রেমের জন্যে কোনোদিন প্রার্থনা করিনি
আমরা প্রেমের জন্যে কোনোদিন রাখিনি বিশ্বাস বেদীতলে
আমরা প্রেমের জন্যে সমর্পণ করেছি কি নিজেকে কখনও

অথচ এ পৃথিবীতে একদিন প্রেমের পৃথিবী ছিল। নেই।

একজন

একদিন মেঘ করবে বিদ্যুৎ চমকাবে
ব্যাকুল বৃষ্টিও আসবে অকূল শ্রাবণে
তোমার উন্মাদ নৌকো বৈঠা জলে ফেলে
হু হু করে ভেসে যাবে ... তখন তখন ...
একজন মারাত্মক ধীরে হেঁটে যাবে ...

নিকট দূর

তোমার দরজা থেকে ফিরে এলাম।
এখন আর কোনও কষ্ট নেই। অভিমান নেই
এখন দরজা দরজাই। তুমি তুমিই।
কতোদিন হয়ে গেল এরকম। এবার
আমাদের পথ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।
সব আলাদা আলাদা। শুধু
পথের দুপাশের চালচিত্র খানিকটা
একই রকম।
তোমার আনন্দ যেখানে
গেছে আমার দুঃখও। তোমার
নিষ্ঠুর নির্বিকার সন্ন্যাস আর আমার
চূড়ান্ত অভিমানময় সংসার
একই গন্তব্যে চলেছে।
কাছে গেলেও ভালো লাগে
দূরে এলেও মন্দ লাগে না।

নববর্ষ

আমাকে কার্ডের মধ্যে এত ফুল দিয়েছ সেদিন
আমার দিন রাত ডুবে গেছে সুগন্ধে অকূল!

আজ বিনিময়ে যদি ওই বই পাঠাই তোমাকে
তোমার কী ক্ষতি হবে? কী হলো আমাকে জানাবে না?

আমি রোজ চিঠি খুঁজব ফোন ধরব চেয়ে থাকব গেটে
যদি আসে যদি আসে যদি তার কোনো বার্তা আসে!

ধরে রাখতে পারলে বড় ভালো হতো স্তব্ধ করতলে
ওই মুখ ও মুখের গম্ভীর প্রতিভা রেখাগুলি
ভালবাসতে পারলে বড় ভালো হতো এ হৃদয়তলে
ও হৃদয় হৃদয়ের অনন্ত অকূল ধূ ধূ জল
কিন্তু ধরে রাখা যায় না, ভালবাসাও তাকে কোনোদিন
যত পাতো করতল তত ঝরে পথের ধুলোতে
যত ভালবাসতে যাও তত সরে দিগন্তে দিগন্তে মায়াময়—
এরকমই সব গল্প। কোথাও অদৃশ্য নদী তার তীব্র স্রোত
প্রতিমুহূর্তেই ভাঙছে দুটি পাড় তীরের সুতীব্র জনপদ
সংসারের তামাশার তামাম শরীরে শব্দ করে।
আগুন চিতার ছাই পায়ে মেখে বুকে উঠে আসে
যে, সে কারো কোনোদিন কিছুই রাখেনি গোপনীয়
ভোলেনি সে শিকড়ের অন্ধ খিদে মুঠোর পিপাসা
স্বপ্নের সঞ্চয়গুলি উঁচু নিচু গিরিগুহা টিলা।
আমি কি দেখেছি তাকে সশরীরে? চোখের বিদ্যুতে? মনে নেই।

একা

আমি কারো কাছে যেতে কখনও ইচ্ছুক নই, জানো
কেউ তাই আসেও না, এরকমই সারাটা জীবন—
একে কি বিষাদ বলবো? একি মানসিক অসুস্থতা?
প্রকৃতিস্থ প্রকৃতির মধ্যে শুধু মগ্ন হয়ে থাকি
আমার কি বন্ধু আছে? শত্রু? একজন কেউ, যাকে
ভালবাসি? আছে। আমি তাকে খুঁজছি। আজও।
এই শরীরের ভার, মনেরও, কে নিয়েছে এদ্দিন
জানি, তাকে চিনি, মাঝে মাঝে দেখা হয়; এই শুধু
এরই নাম আসা যাওয়া এরই নাম জন্মমৃত্যু প্রেম
এই একাকীত্বে স্থির ঃ নিজের মধ্যেই চরাচর
সমস্ত জগৎ—আমি কারো কাছে যাই না কখনও।

তবু ঘটে

মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে ভিজে যায় চোখের আকাশ
শহরতলীর রাতে এ গলিতে দেবদূত এসে
বলে জাগো, দেখ, তার জাগর দীপের আলো আমি
এনেছি তোমাকে দিতে ওঠে খোলো বুকের পাঁজর।

মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙে। ঝড়ো রাত! আকাশে আকাশে
তারাদের হুঁশিয়ারী। যেন কিছু ঘটে যাবে আজ
যেন তাকে তুলে নিতে ঢেউ ভেঙে এসেছে জাহাজ
সুদূর বিদেশ থেকে—যে আমাকে ভালবেসেছিল

এসবের মানে নেই। তবু ঘটে। এ গলিতে শহরতলীতে।
মাঝে মাঝে। বহুদূর সমুদ্রের অন্ধকার ভাঙে
ফেনায় ফেনায়—ভেজে পিপাসার সমস্ত সৈকত
পিঠে ঢুকে যায় নখ ঠোঁটে জিভ জিভের ভিতরে

মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে ঝরে সব ঝরে সব ঝরে সব ঝরে

আজ আর

আমার সাহস কম, চিরকালই ভীরু, কোনোদিন
আচমকা ধরিনি হাত
অনায়াসে নাম ধরে ডেকে
পেরোতে পারিনি রাস্তা প্রায় জড়িয়ে
বাসের হ্যান্ডেলে
লাফিয়ে উঠিনি, ভিড়ে চোখে চোখ? অসম্ভব। শুধু
কেঁদুভির ধূ ধূ মাঠ মাঠের অকূল অন্ধকার
একবার উন্মাদ করে আমাকে সাহসী করেছিল।;
পৃথিবীতে আজ আর সেই মাঠ তার অন্ধকার নেই—নেই।

এই আমার সব

এ শহরে বাস করছি মানে এই নয় যে আমি তার
আমার শহর নেই গ্রাম নেই নাগরিক অধ্যুষিত জনপদ নেই
প্রাকৃতিক স্পর্ধা নিয়ে পথ থেকে পথের ভিতরে হেঁটে যাই
আমাকে বয়কট করে নাকি আমি নিজে করি কবি সভাটিভা
জানি না, কে যেন ঘোরে হাতে ধরে সুখ দুঃখ নিয়ে
কে যেন নিশ্চিন্ত করে আগুন ও জলে চিরকাল
কে যেন যমুনা হয়ে চেয়ে থাকে দুচোখের অতলান্ত নীলে
এ জীবনে এসেছি যে তার মানে এ নয় আমি শিকড় ছড়াব
ভালবাসতে বাসতে এই যে চলে যাচ্ছি চলে যাচ্ছি—এই আমার সব।

বই

তুমি যে নিয়েছো, এর চেয়ে বেশি চাইনি কখনও
ভয় ছিলো, বড়ো ভয়, আজ দেখ আনন্দ-বিহ্বল
মেঘের দুহাত থেকে দুটি বই হাতে তুলে নিয়েছো সহজে
বালিকা বয়স ভুলে টলোমলো, দুচোখে দেখেছো
তোমাকে দিয়েছি লিখে 'যমুনাকে' শুধু 'যমুনাকে'
তুমি যে নিয়েছো তার সহজতা পাইনি কখনও
আজ কোনো মেঘ নেই তবু নেমে আসে বৃষ্টিধারা
আজ কোনো হাওয়া নেই তবু কাঁপে দেবদারুগুলি
আজ কি নির্ভয়ে দেখ চলেছে ব্যাকুল নীল জল
আমাদের সব দূর ব্যবধান ভেঙেচুরে সেতুটির দিকে
সে সেতু আগুনে জলে কোনোদিন পোড়েনি ভেজেনি।
তুমি নিলে; শুধু বই? বইয়ের ভেতরে কিছু নেই?

চিরকাল

অপ্রাপ্তবয়স্কা তুমি কিশোরী, জানো না
ভালবাসার রীতি এই, এই রকমই তাকে
বিদায় জানাতে হয়, দেখা হয় না আর
অত্যন্ত কোমল বুকে স্মৃতিভার কষ্ট যন্ত্রণার
বহুদিন বইতে হয়, সঙ্গোপনে সুগন্ধের মতো

ছায়া রোদ্দুরের মতো, নিরন্তর রক্তের ভিতরে।
জানো না অপাপবিদ্ধা, মেলে না কখনও
গল্পের শুরু ও শেষ, পড়ে থাকে পাতা
পড়ে থাকে ফুল আর অন্ধকার ঘ্রাণ
চোখের তৃষ্ণার জল পথে পথে পথে।
তবুও অনন্ত সত্তা, তুমি জানো রীতিহীন খেলা
খেলার নিয়মে শুরু শেষ হয়, থাকে
একজন দাঁড়িয়ে থাকে একজনের জন্যে চিরকাল
যমুনার কূলে তার কালো জলে
পৌত্তলিক স্মৃতির পাতাতে।

অনাহত

তোমাকে দেখার আগে এই চোখ জাহ্নবীর জলে
ভালো করে ধুতে হবে—দৃষ্টির সমস্ত পাপ যাতে
ভেসে যায়, পবিত্রতা স্বরূপিণী তুমি
আমার অপাপবিদ্ধা হে কিশোরী, যদি
কখনও এ হাতে তোকে ছুঁতে হয়
অগ্নিশুদ্ধ করে
ছুঁতে হবে—এ হাতে যে লেগে আছে কলুষ কল্মষ
কখনও তোমার খুব কাছে যেতে হলে আমাকে যে
চিত্তশুদ্ধি করতে হবে
তাই যাই তাই ফিরে আসি
সুদূর ব্যথার জলে স্নান সেরে
অন্ধকার নির্মাল্যের মতো
তোমার পবিত্র স্পর্শে এত নীল হয়েছে আকাশ
যে আমার ভয় করে
বড় ভয় করে
তাকাতে সাহস হয় না
অনুভবে শিরা উপশিরা
অনাহত ধ্বনি তোলে কী গভীর গম্ভীর সুন্দর
সে তোমারই, সে তোমারই জলের মতন ভেজা স্বর!

ঘ্রাণ

তুমি চলে গেছ। আছে, পড়ে আছে পাতা
সিঁড়িতে বারান্দা জুড়ে দেবদারুতলে।
তুমি চলে গেছ। আসে কোথা থেকে হাওয়া
স্মৃতির সুগন্ধ নিয়ে বিষণ্ণতা নিয়ে।
তখন কি মেঘ ছিল বৃষ্টি ছিল ঝড়?
তখন কি আকাশ মুচড়ে কোনোদিন
এমন দুপুরবেলা নেমে আসত ক্লান্তে?
দুটি দীর্ঘ চোখে এত আসমুদ্র চরাচর ছিল?
জানি না। জানি না। আমি জানি না।
তুমি চলে গেছ—এই—এই সব; এর চেয়ে বেশি
আজ আর কিছু নেই কোনোকিছু নেই
একজন কিশোরীর ঘ্রাণে ঘ্রাণে নিরেট দুপুর ভরে আছে।

পৃথিবীর সমস্ত দুপুর

আজকে পারোনি আসতে, কাল? কাল এসো।
তুমি এলে সব ভুলে আমি সেই কবেকার ভীতু
কিশোরের মতো মুগ্ধ চেয়ে থাকব ও মুখে তোমার
তুমি কি লজ্জায় লাল নতমুখী, তাকাবে না? তবে
দেখেও না দেখবার ভান করব, যেন খুব কাজ
যেন বড় ব্যস্ত ঃ তুমি অকারণ বন্ধুদের ডেকে
এদিকে ওদিকে ঘুরবে ঃ আমি জানি আমার জন্যেই
আমি বুঝব ও আনত চিবুকে কীসের আলো ছায়া
কি আছে সমস্ত তুচ্ছ কথার ভিতরে গোপনীয়
কাল এসে কাল এসো কাল ঠিক এসো
না হলে বৃষ্টিতে সব ভেসে যাবে অন্ধকার জলে
না হলে ঝড়ে ও বজ্রে বিদ্যুতে বিদ্যুতে সারাদিন
ভেঙেচুরে টুকরো হবে পৃথিবীর সমস্ত দুপুর।

শ্লোকে শ্লোকে

এবার, আমাকে হাত ধরে নিয়ে চলো
আমি বহুদিন পথহীন পথে পথে
অন্বেষণে কি হন্যে হয়েছি জানো?
তুমি হাত ধরো পেরোই পঞ্চকোষ।

এবার, আমাকে নেবে না সহস্রারে?
সুষুম্না দ্বার বন্ধ কতো যে কাল
আমি গাঢ় ঘুমে স্বপ্নও দেখি না যে
পুঁথিতে তুমি তো জাগ্রত মূলাধার।

নিজেকে নিয়েছি আমার সঙ্গী করে—
তুমি বাঁকা ঠোঁটে হাসো কাঁপে মহাকাল
ভ্রূভঙ্গে জ্বলে ব্রহ্মাণ্ডের মূল
এবার আমাকে নিয়ে চলো হাত ধরে

কিশোরী, যখন বেছে নিলে প্রৌঢ়কে
তখন বহন করতেই হবে ভার।
আমি শ্লোকে শ্লোকে অত অনন্তলোকে
কী করে লিখব সব কথা কবিতায়!

আজ বলছি

মুহূর্ত মুহূর্ত নয়, কখনও কখনও
একথা মিলিয়ে নিও অক্ষরে অক্ষরে
আগে যে বলিনি তার মানে এই মনও
সায় দেয়নি বলতে এত বেশি শব্দ করে।

আজ বলছি তুমি কোনো অনতিবিশ্বাসে
মুহূর্ত অনন্ত স্থির স্তব্ধ অনশ্বর
দৃষ্টির সম্পাতে লোকে লোকান্তরে ভাসে
ভালবাসা ঃ একই সঙ্গে ঈশ্বর, ঈশ্বর।

এইভাবে কেউ

সত্যি কথা, একেই বলে প্রেম
তুই কিশোরী এমন যোগক্ষেম
বইতে পারিস ছোট্ট দুটি হাতে?
তাই সারাদিন লুকিয়েছি এই রাতে
সেই কটি নীল নীরব দুপুর বেলা
সত্যি কথা এমন অবহেলা
ইচ্ছে করেই, যেন ঘটেনি কিছু
ছায়া দিয়েছি ছায়ার পিছু পিছু
হারিয়ে যেতে নেই মানা এই দিনে
তুই কিশোরী ফিরিস চিনে চিনে
সহজ পথে সহজে তোর ঘরে
এইভাবে কেউ বৃষ্টি হয়ে ঝরে?

অপেক্ষাকাতর

যেন তোমার কার্ডে শুধু ফুল নেই
ভরে আছে সুগন্ধ অম্লান
তেমনি একটি চিঠি লেখো।

যেমন প্রণাম করো বিনুনী খসিয়ে
প্রণতি মুদ্রায় নিচু হয়ে
তেমনি একটি চিঠি লেখো।

যেমন সহসা এসে চলে গেলে ফেলে
একখানি সোনার দুপুর
তেমনি একটি চিঠি দাও।

যাও। আমি কোনোদিন তা নিয়ে তোমাকে
শোনাবো না গূঢ় কোনো শ্লোক
প্রায় নিভন্ত দুপুরের চিন্ময় ছায়াতে

অপেক্ষাকাতর শুধু একটি চিঠির।

সকাল

বড় বেশি শীতে এই সকাল হয়েছে জবুথবু
তুমি কি উঠেছ? পড়তে বসবে না? চা খেতে
খেতে খেতে টুকরো টুকরো কথা বলছ, আমি
এই যে কল্পনা করছি, তুমি? তুমি এসব ভাবো না?
সে যা হোক, পড়তে বসো, পরীক্ষা দরজায়
মনে আছে সর্বাস্তিবাদ যোগাচারবাদ?
অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য কে বলেছেন; ভয় করছে খুব?
অমন সবারই করে; শরীর খারাপ না হয়
লক্ষ্য রেখো; কথামৃত একটু একটু পড়ো—
কুয়াশা ঢেকেছে সব, সকালের সংলাপগুলিও
শৈত্যপ্রবাহের নীল স্রোতে ভেসে যায়
শিক্ষকসুলভ ভারী বয়স ও উপদেশ নিয়ে
আমার কাঁসাই নদী যেখানে অপেক্ষমান স্থির।

ছোটো মেয়ে

তুমি খুব ছোটো মেয়ে, তোমাকে কি গভীর গম্ভীর
কথাবার্তা বলা চলে? এ জীবন মিথ্যা প্রহেলিকা
তোমাকে বলবো না। শোনো, একটা কথা, তুমি
কখনও উন্মাদ ওই দেবদারুকে বিশ্বাস কোরো না
কখনও যেওনা তুমি তার ওই চঞ্চল ছায়াতে।
তোমার চিবুক থেকে খসে পড়া দুপুরের ব্যথা
কেউ যদি কুড়িয়ে নিয়ে রেখে দেয় বইয়ের ভিতরে
শুধু তাকে এক পলক দৃষ্টির সম্পাতে ভালবেসো
তোমার চুলের সেই দুপুরের রোদ্দুরের সোনার চিরুনি
কেউ যদি কুড়িয়ে রাখে, তাকে, শুধু তাকে
যৎসামান্য দৃষ্টিপাতে অনন্তের কেন্দ্রে স্থির করো।

কিশোর

আমার ভিতর থেকে উঠে আসে যে কিশোর তাকে তুমি চেনো
কেবল আমার চোখে;
তাই চোখে চোখ রাখো তুমি
তাই লীলাচ্ছলে মাত্র ছুঁয়ে যাও ছায়ার শরীর
আমি ক্লান্ত ফিরে আসি অনুতাপদগ্ধ একা ঘরে।
এভাবে লুকিয়ে ফেরা কিশোরের কাছে কেন আসো?
তোমার ও অফুরন্ত রোদ্দুর বৃষ্টি ও হাওয়া নিয়ে
কী হবে আমার?
যে কিশোর ছায়া মাত্র, যে কিশোর যুবকও হলো না,
তাকে নিয়ে
তোমার অনন্তলোকে কী করবে বলো তো?
ফিরে যাও
ফেরাও ও অশরীরী কিশোরকে বুঝিয়ে
এই প্রায় প্রৌঢ় কবির ভিতরে!

পবিত্র প্ররোচনা

আমি কি তোমার মুখে তুলে দিতে পারি এই বিষ
যা আমার ব্যক্তিগত সঞ্চিত প্রাক্তন ক্রিয়মান
আমি কি তোমার চোখে ঢেলে দিতে পারি এই রাত
রাতের উপুড় জ্যোৎস্না যন্ত্রণার আমার নিজস্ব সংকলন
বড় বেশি ব্যবধান বড় বেশি অবেলায় দেখা হল আজ
এই দুর্বলতা তুমি অবিন্যস্ত বিনুনিতে ক্ষিপ্র হাতে যদি
সুদূর নদীর জলে ছুঁড়ে দাও, বাঁচি, মরি দৃঢ় ঋজুতায়

তোমাকে পবিত্র রাখি সাধ্যাতীত, নিভে আসছে দিন
গল্পের জটিল ঝুরি রাত্রি রেখা অবিশ্বাস্য ভয়
এমন স্তব্ধতা যেন বুকে বাজছে কয়েক হাজার ঢাক
তুমি ভুল করে বসবে আমি তো চূড়ায় বসে আছি
সহস্র সহস্র কীট কুরে খাচ্ছে পৌরাণিক পুঁথি
চলো আমরা এ মুহূর্তে গিয়ে বসি কাঁসাই নদীতে

কাঁসাই তো নদী নয়, সে আমার উজ্জ্বল উজান
সে তার পাথরে জলে আত্মস্থ অক্লেশে দুটি হাতে
আমার নিজের মধ্যে অন্তর্গত লুকোনো ব্যথিত
কিশোরকে ধরে রেখে—কাউকে কি দিতে চায়? কাকে
যমুনা, তোমাকে? বড় ভয় লাগে, তুমি ছোট মেয়ে
তুমি বড় ভালো, তুমি পৃথিবীর সমস্ত পবিত্র প্ররোচনা
চঞ্চল হাসিতে ভেঙে চূর্ণ করে পূর্ণ করো একান্ত আমাকে।

তার জন্যে শেষ কবিতা

আজ এই শেষ লেখা তোমাকে। ও আর কাল থেকে
কোনো কিছু লিখবো না। ভালো হলো, ফিরিয়ে দিয়েছো।
মুহূর্তের ভুল। তুমি ভুলে যেও। আমি ভুলে যাব। এই বেশ।
আমার প্রেমের গল্প এরকমই। অসমাপ্ত। ভাঙাচোরা। দাহ।
ফিরিয়ে দিয়েছো কষ্টে আমাকে আমার কাছে, আমি
আবার বসেছি জপে সন্ধ্যায় আহ্নিকে। তীব্র মমতায় সেই
আমার অন্তিম নদী ডেকে নিচ্ছে যার কথা বলেছি তোমাকে।

আজ সারাদিন ক্লান্ত ছিলো না দুপুর ছিল আকাশ উপুড় করা সোনা
বিকেলের কালো ছায়া যখন আমার পাশে চোখের জলের মতো স্তির
অনড় দেবদারু দুটি স্তব্ধ বাক হাওয়া নেই কেমন নির্জন
তখনই ফেরৎ এলো আবার মেঘের হাতে দুটি বই আকাশে আমার
কী ভীষণ শূন্যনীল অকূল নিঃশ্বাসহারা নির্জন আকাশে।

এইটুকু লেখা থাক। এইটুকু ব্যথা থাক। এইটুকু ছেলেমানুষীর
ভুলের মুহূর্ত থাক। তারপর ধুলো আর বালি ছেঁড়া পাতা
তারপর কিছু নেই, প্রবাহ, তরঙ্গ, ফেনা, আছড়ে পড়া শুধু
তাতল সৈকত জুড়ে সজল সৈকত জুড়ে ভূস্পর্শমুদ্রায়।

জলের কাছে

আমাকে জলের কাছে যেতে দাও কংসাবতী নদী
আমাকে জলের কাছে যেতে দাও ল্যাভেন্ডার বন
আমাকে জলের কাছে যেতে দিয়ে ভেসে যেতে দাও
জীবনের এই ভার অন্ধকার নিয়ে এইবার
সময় হয়েছে দেখ, বসে আছি পাথরে একাকী
সকাল দুপুর গেছে বিকেলও, উঠেছে সন্ধ্যাতারা
আমার সর্বস্বহারা পশ্চিম আকাশে থরো থরো
নিঃশব্দে তর্জনী তুলে ঠোঁটে জমছে কুয়াশার ঢেউ
যেন কেউ আসবে বলে চলে যাবে বলে চুপিসাড়ে
এবার জলের কাছে যেতে দাও হে আমার প্রেম
হে আমার কান্নাভেজা বিলুপ্ত গোধূলি
আমাকে জলের কাছে নিয়ে চলো নিয়ে চলো আজ

আবার দেখা হলো

আবার তোমার সঙ্গে দেখা হলো বলে
এই কটি বর্ণমালা ভেসে যায় জলে
এই কটি বেদনার অন্ধকার পাতা
জলে ভেসে যায় দেখ সৌরপরিত্রাতা
এই কটি শিহরণ দৃষ্টির চুম্বন
ভেসে যেতে যেতে ছোঁয় পৌরাণিক মন

আর আমার শূন্য থেকে শূন্যের ভিতরে
যমুনা তোমার স্নিগ্ধ পবিত্রতা ঝরে
ঝরে আর ঝরে আর আমাকে ভেজায়
জরো জরো এ জীবন জলে ভেসে যায়
আবার তোমার সঙ্গে দেখা হলো বলে
প্রচ্ছন্ন কৌতুকে কেউ কাঁসাইয়ের জলে
নেমে যেতে দেখে শ্লোকোত্তরা দুটি দেহ
চুম্বনে চুম্বনে ভেসে যেতে ভেসে যেতে
আবার তোমার সঙ্গে দেখা শুধু পেতে।

এবার প্রার্থনা

কেন যে আবার এসে দাঁড়ালে নিকটে!
ভুলে যাওয়া ফেলে আসা আকাশে আকাশে
আবার কী পর্যাকুল মেঘ ঝড় বজ্র বৃষ্টি দেখ
আবার আমার স্বপ্ন আবার তোমার স্বপ্ন আবার দুজনে
ভিজে গিয়ে হেঁটে যাই শুশুনিয়া প্রান্তরের পথে।
কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র ঃ তবু কতো তীব্র সজলতা
তবু কতো অসম্ভব আলোড়ন তারায় তারায়
ঘাসের রোমাঞ্চ সিক্ত মৃত্তিকায় আমাদের বুকে
আলোর বিস্তারলেখা সায়ন্তন বিষাদপ্রতিমা
আমার স্পর্শের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছ চিরকাল
স্পর্শাতীত! দেখতো কী পরিহাস ছড়িয়ে পড়েছে
প্রেমের জন্মের মুখে প্রেমের মৃত্যুর মুখে কোমল শরীরে
এবার প্রার্থনা আর যেন দেখা না হয় কখনও পৃথিবীতে।

চেয়ে দেখ

একবার চেয়ে দেখা চেয়ে দেখ কতোদিন পর
আবার কবিতা লিখে ছুঁতে চাইছি তোমাকে সাহসে!
তুমি দৃশ্যাতীত স্পর্শাতীত আত্মা শরীরবিহীন
অখণ্ড মণ্ডল তাই চাই সন্ধে আহ্নিকের তলে
জলে ভেসে যেতে যেতে ছড়িয়ে চলছি স্মৃতিবীজ
জড়িয়ে মৃত্যুর স্নিগ্ধ কোমলতা নিঃশব্দ কিনারে।

কে তোমাকে নিয়ে যাবে কে তোমাকে দিয়ে যাবে সব
আকাশে আকাশে নীলে ডুবে যায় ঃ আমার হৃদয়
অঝোর শ্রাবণধারা অনাহত অবিরল ধারে
আর দুটি পিপাসার ভেজা ঠোঁট নিচু হয়ে নেমে
ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয় সাতটি ঋষির ও আলোক
অন্ধকার ভরে দেয়—আলোর অধিক অন্ধকারে
তোমাকে যাতে না কেউ খুঁজে পায় আর কোনোদিন
তোমাকে যাতে না কেউ ছুঁতে পায় আর কোনোদিন
তোমাকে যাতে না কেউ ভালবাসে আর কোনোদিন

দুটি দেবদারু

যখনই তোমার সঙ্গে দেখা হয় দুটি দেবদারু
খুবই চঞ্চল হাতে ছড়ায় হলুদ পাতাগুলি
মাথা নেড়ে খুশী বলে জানায় আমলকিটির শাখা
শিরিষের চূড়ো থেকে ঝাঁপ দিয়ে নেমে এসে রোদ
দুপুরকে চুমু খায় দুপুর বিকেলকে, আমি হাসি
তোমার দৃষ্টির রেখা জ্বলে ওঠে আকাশে আকাশে।
যখনই তোমার সঙ্গে দেখা হয়, কদাচিৎ, হলে
কবিতার পাতাগুলি উড়ে যায় অন্ধকার কাঁসাইয়ের জলে।

ভয়

এক পা এগিয়ে দশ পা পিছিয়ে রোজ
ফিরেছি, পারিনি বইগুলি তুলে দিতে
আজ পাগলের মতন সাহসে খোঁজ
করে বিপরীত করেছি হয়তো দিতে

খুব ভয়ে আছি, কী জানি কী হল কি যে
জানতে ব্যাকুল ব্যথিত সন্ধেবেলা
তোমাকে আঘাত করিনি তো? চোখ ভিজে
এ হৃদয় কাঁপে, একি শুধু ছেলেখেলা?

অসম

এমন অসম প্রেম এমন অবেলা মেনে নেবে?
নেবে না। তুমি? কি তবে খেলার ছলেই শুধু দেবে
ও দুটি চোখের দৃষ্টি? শুধু দৃষ্টি? বৃষ্টির ভিতর
যাবে না আমাকে ছুঁয়ে দুপুর বা সারারাত্রি ভর
একবার হেঁটে হেঁটে একবার একটিবার ছুঁলে
এ জীবন নষ্ট হবে? শুধু এক মুহূর্তের ভুলে!

পুঁথি

এভাবে ও কিশোরীকে একা তুমি এ দুরূহ পথ
পার করে দেবে? তুমি নিজেই তো দিশেহারা আজ
সর্বনাশ দিয়ে কেউ সর্বনাশ এভাবে বাঁচায়!
হুমড়ি খেয়ে লুব্ধ চোখ তাকিয়ে রয়েছে দিনরাত
মেঘের অন্তরপথে অন্ধকারে লুকোনো বিদ্যুতে
বজ্রসম্ভাবনা—কেউ এমন শ্রাবণে মনে মনে
তাকে ডাকে—এত বৃষ্টি এমন অঝোর ধারাপাত
এমন বৃষ্টির শব্দ এমন হাওয়ার শব্দ হৃদয়পিণ্ডের
এমন সশব্দ দিনে নিঃশব্দে কি কবিতা শোনায়
প্রতিমাবিহীন নিত্যা সনাতনী সায়ন্তনীকে
তুমি তাকে ভোলো তাকে মুছে ফেলে যেতে দাও তাকে
আগুনের সাঁকো বেয়ে জলের কিনারে একা একা
কিশোরীকে মুক্তি দাও কামক্রোধমোহান্ধ মায়ায়
একদিন ওই এসে দেখো খুলে দেবে সব জট
তুমি নও—ওই এসে দেখাবে রহস্যমোড়া পুঁথি।

সে জানে

এর নাম প্রেম বলবে? নিতান্ত কিশোরী—
ভয়ে জড়োসড়ো চোখে সজলতা দেহে
মুকুলিত বেদনার গন্ধভার আলো অন্ধকার
মনে মনে ধূসরতা বৃষ্টি ঝড় ডানা ভেজা পাখি
এর নাম স্নেহ নাকি? হাতের অঞ্জলি থেকে ঝরে

পৃথিবীর পরিণাম নিমেষ মুহূর্তগুলি ধান
আর শস্যে শিহরিত মাঠে মাঠে যমুনার টান
সমস্ত শুশ্রূষা নিয়ে ছুঁয়ে থাকে আমার দুঠোঁট
এর কোনো নাম নেই এর কোনো পরিণাম নেই
দেশকাল ভাঙা কার্যকারণের লতাতন্তু ছেঁড়া
এ এক মৃত্যুর মুখ জন্মেরও জড়ানো ওতপ্রোত
কিশোরী মেয়েটি জানে, শুধু সেই, নির্বাক পৃথিবী।

তুমি পারো

তুমিই তাকাতে পারো তুমিই না ছুঁয়ে দিতে পারো
লুপ্ত চরাচর এক আমাকে আমার মধ্যে থাকে
সামান্য কিশোরী তুমি অনায়াসে শাদা দুটি হাতে
সপ্তর্ষিপ্রতিভা থেকে সর্বনাশ নিয়ে
আমার সম্মুখে ধরো আমার ওষ্ঠের সামনে ধরো
তার জন্যে—যাকে নিয়ে হয়েছ বিবশ তরলতা
চলো যাই চলো তবে—তখনই সংসার
জেগে ওঠে রূঢ় রৌদ্রে—অন্য কোনো মানে আছে তার?

দুঃসাহসে

খুব দুঃসাহসে যদি ঝাঁপ দিই অতলে তোমার?
ও রাজি হবে না? যদি হয়? বলো পেতে দেবে জাল?
আবার দুহাতে টেনে তুলে নেবে? আত্মঘাত থেকে
আবার বাঁচাবে? দেখ অনন্ত মৃত্যুর কতো দাগ
অনন্ত জন্মের রেখা—তবে কেন ভয় হয়ে আসো
দুজনের মাঝখানে পাহাড়চূড়োর মতো স্থির!
আমি তাকে নিয়ে যদি থেকে যাই তোমার আশ্রমে
ওকি কাঁটাতারে রোজ শালোয়ার জড়াবে না ভ্রমে?
জড়ালে? দাঁড়াই যদি তুমি হেসে উঠো না কাঁসাই
কখনও তোমার জলে ভেসেছি কি? তুমি সত্যি বলো।

এপিটাফ

এগুলিই এপিটাফ। আমি কাকে এখানে দাঁড়াতে
বলব? এ ওকে নিয়ে চলে যায় অসাড় বধির।
তুমি পড়ো? তুমি এই লেখা পড়ো? কবিতা কখনও?
এগুলিই এপিটাফ! বৃষ্টি নামে। প্রলয়ের জল।
আনত আকাশ জোড়া সমস্ত পাতাল জোড়া চোখ
ওকি চোখ! ভেসে যায় আমার হৃদয় অবিরল।

উৎসমুখে

আমি আরও গেঁথে তুলব শব্দের পাথর
স্বপ্নেও ভাবিনি। তুমি কিছুই জানো না
আমার কী ক্ষতি করলে। জানো না জানো না
পাথরে পাথরে শব্দে কতো সারারাত
আবার আমার রক্তে ধমনীতে তোমার গরল
ছুটে যাবে উৎসমুখে অমৃতের স্রোতে!

রোজ

ঘুম থেমে উঠে রোজ দেখি বৃষ্টিরেখা এঁকে গেছে
আনত তোমার মুখ নতচোখ কাঁপা ওষ্ঠাধর
মেঘের কিনারে—তুমি খুব ঝুঁকে তাকিয়ে রয়েছ
আমার দিকেই স্থির অবিরল—কখনও হঠাৎ
মেঘের ফাটল থেকে চুঁইয়ে এ ঘরে আসে রোদ
কখনও পাহাড় থেকে ছুটে আসে হু হু নীল হাওয়া
এভাবে আমার ঘুম ভাঙা আর এ আকাশে চাওয়া
তোমার চোখের জন্যে—এরকম শ্রাবণে কী হবে
তুমি যদি থাকো চিরমেঘলোকে ভয়ের শিখরে!

ধ্বংসবীজ

তুমি কি আমার নও? আমি তো তোমাকে পাই। তবে?
আমি ছুঁতে পারি ওই করতল রক্তিম কমল ওই মুখ
আমি ভালবাসতে পারি ওই নীল অতলান্ত মন
যেতে পারি তারও পারে সমুদ্র-সম্ভব চিত্তলোকে
অক্লেশে। জানো না, তুমি টের পাওনা? তাহলে আমাকে
কে তার চুলের ঢলে ওভাবে ভাসায়, মুঠো থেকে
ঝরিয়ে গড়িয়ে দেয় এত ধান এত শস্য এমন সম্ভার!
তবে কার পায়ে আমি নিজে হাতে বেঁধে দি নূপুর
ভীষণ দুপুর বেলা? ডেকে নিয়ে দেবদারুতলে?
তবুও আমার নও? সৃষ্টির ভিতরে সঙ্গোপনে
রাখো ধ্বংসবীজ! তুমি কারো নও? একান্ত নিজেরও!

বৃষ্টি

আমার সময় কম, তুমি এসো, পরে একদিন তুমি এসো—
প্রত্যুৎগমনশীলা প্রকৃতির বিস্তারলেখায়
থাকুক তোমার এই চলে যাওয়া ঘাসের রোমাঞ্চে মেঘে মেঘে
আমার হৃদয়শিরা বেয়ে ধাবমান নীল স্নেহার্ত সংরাগে
ভূতগ্রস্থ পৃথিবীর জরো জরো আকুল সত্তায়
মনে থাকবে এসেছিলে মনে থাকবে চলে গিয়েছিলে
মনে থাকবে একদিন অবেলায়—সময় ছিল না
আপেক্ষিক অশ্রুবাষ্প ঢেকে দেবে ভ্রূকুটি দুপুর
এক আধটি বিকেল—শূন্য নীল রাত্রি সামান্য ক্ষতের এই ব্যথা।

সকাল

সারারাত বৃষ্টি হচ্ছে আজ আর বোধহয় থামবে না
প্রলয়পয়োধি জলে ভেসে যায় আমাদের দেহ
বিরহকান্তারদীর্ণ প্রান্তরে গড়িয়ে যায় জল
আজ আর কোথাও কোনো আবরণ আচ্ছাদন নেই
সুতপা সন্তোষীমাকে বলো আজ ব্রতভঙ্গ হোক
আজ বৃষ্টি আজ বৃষ্টি আজ বৃষ্টি আজ বৃষ্টি স্তব্ধ চিদাকাশ।

লিখে রাখি

আর ছাপাবার মতো মন নেই কাগজও কি রয়েছে তেমন
এখন তোমার জন্যে লিখে রাখি টুকিটাকি দুটি একটি কথা
তুমি তো পড়ো না, তবু, তবুও তোমার জন্যে—এরকমই আজ
শ্রাবণের সারাদিন বৃষ্টি হলো সারারাত ধরে বৃষ্টি হবে
কাঁসাই নদীতে জল কূল ছুঁয়ে ভাসাবে তীরের কলরব
আজকাল এরকমই ঃ চেয়ে থাকি চেয়ে থাকি তাকিয়েই থাকি
সে আর আসে না—ভুলে গেছি তাকে—সে এসে দাঁড়ায়
ভেঙেচুরে দেশকাল কার্যকারণের সূত্র ছিঁড়ে
চোখের সম্মুখে ঠিক হৃদয়ের পদ্মের উপরে মণিপুরে।
এসবে কার কি আসে যায়—তবু লেখা থাক তবু
গোপন কথাটি শাদা পাতাদের খুব তলে শ্রাবণের জলে
যদি কোনোদিন তার হাতে পড়ে—তুলে ধরে রাত্রির কাঁসাই।

ভীষণ নির্মাণ

ছুঁয়েছি কিশোরীমন; চোখ তার অন্ধকার জলে
ভেসে গেছে; আমিও কি? জানে দুটি স্তব্ধ দেবদারু
জানে প্রার্থনার পাশে শিরিষের চঞ্চল পাতারা
তারপরে কিছু নেই। শুধু ক্লাশ শুধু বোর্ড শুধু শাদা চক
গুঁড়োয় গুঁড়োয় ভরে শাদাচুল মুখের প্রচ্ছন্ন ক'টি রেখা
ঘণ্টা বাজে ঘণ্টা বাজে ঘণ্টা বাজে ঘণ্টা বেজে যায়
কাঁটিপাহাড়ীর স্তব্ধ ক্লাশে ক্লাশে গুঞ্জনিয়া পাহাড়ের দিকে।
ছুঁয়েছি কিশোরী মন; নিতান্ত খেলার ছলে; তার
বেদনার বাষ্প আজও ব্যথাতুর শ্রাবণ আকাশে
লুকোনো আগুন নিয়ে জ্বলে ওঠে—আমাকে লেখায়
অনির্বচনীয়তার অশ্রুভার সায়ন্তন বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে।
এরকমই যেতে যেতে খুব ছোট ছোট ভুল ফুলের মতন
ফুটে ওঠে আলপথে ঝরে যেতে পিষ্ট হতে নষ্ট হয়ে যেতে
পথের প্রকীর্ণ রেখা ছলনায় ছুঁয়ে থাকে আমার হৃদয়
যাতে মিথ্যে হাহাকারে একবার পিছনে তাকাই
যাতে মিথ্যে শুশ্রূষার হাতে তুলে দিই সব ভার
যাতে মিথ্যে প্ররোচনা ভেঙে দেয় মাটির প্রতিমা
যাতে শুধু তাকে ডেকে ভীষণ নির্জনে গিয়ে আত্মহত্যা করি।

প্ররোচনা

এগুলিই প্ররোচনা ঃ আমি মুগ্ধ ভেসে যাই জলে
আমার ব্যথার কথা আমার কথার ব্যথা নিয়ে।
নিঃসঙ্গ। শ্রাবণ আসে ফিরে ফিরে। কৌতূহল? তবে
সে কেন শুশ্রূষাস্নিগ্ধ দুটি হাত দিলো না কখনও!
শ্রাবণ, তোমার ভার আমার দুকূল ভেঙে যায়
শ্রাবণ, তোমার মন আমার দিগন্তলেখা নিয়ে
কিশোরী নদীর তীরে ডাকে; আর সেখানে যাবার অধিকার
আমার কি আছে? এত প্ররোচনা! শাদা বালি নিয়ে
জলের গেরুয়া ছুঁয়ে গৃহহারা—পা ফেলে পা ফেলে
কোথা যেতে যেতে এলে ও কিশোরী নদী এ বিকেলে?
কেন এলে? আমারও তো বাড়ি নেই গ্রাম নেই জনপদ নেই
আমিও সর্বস্বহারা, সায়ন্তন বিষাদের সম্পূর্ণ সন্তাপ
নিজেরই করোটি হাতে পান করি মাথানিচু পথের কিনারে
তুমি কি আমার নদী? তুমি কি মোহনামুখী? আহা!

পাহাড় পেরিয়ে

তুমি এত ঘেমেছিলে! আমি তো তাকাইনি ভালো করে
চারপাশে এত লোক; তুমিও তো মাথা নিচু স্থির
আমরা শুনেছি শব্দ, হৃদস্পন্দনের শব্দ, শোনোনি? হঠাৎ
অমন কিনারে আমরা কেন গিয়েছিলাম সেদিন!
তুমি খুব ঘেমে নেয়ে ঠোঁট চেপে শাদা দুটি দাঁতে
চোখ তুলে দেখেছিলে নির্নিমেষ দুচোখের জল
জলের ভিতরে স্থির অনাদি কালের সেই সাঁকো
আগুনের, লোলজিহ্বা, এসো এসো করুণ মিনতি—
ভয় শুধু এক ভয়-জড়ানো-দুপুর দ্রুত পায়ে
শুধু তাকে নিয়ে চলে গেল দূরে শুশুনিয়া পাহাড় পেরিয়ে।

একদিন

আমার বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যাবে
যেতে যেতে মনে পড়বে? মনে পড়বে কিছু?
একদিন দুঃসাহসে যদি চলে আসো!
আনন্দে হয়তো 'এসো' বলতে ভুলে যাব
'ভালো আছো?' সেটুকুও; তুমি নিচু হয়ে
প্রণামের ছলে যদি ছুঁয়ে যাও, তড়িৎ প্রবাহে
আমি কি তোমার হাত তুলে নেব হাতে
তোমার চোখের ভেজা আকাশে আকাশে
দুহাতে ছড়িয়ে দেব জ্যোৎস্না কোজাগর
একদিন সারাদিন যদি থাকো সারারাত যদি
আমি কি স্রোতের টানে ভেসে যাব তোমার জলের
নীরব নিঃশব্দ ঢলে মোহনার কাছে
এইসব এইসব মনে মনে ফোটা আর ঝরা
ফুলগুলি ঢেকে দেয় আমাদের শালুমোড়া পুঁথি।

বিষণ্ণ প্রতিমা

তুমি তো কিশোরী মেয়ে তুমি কি এ জটিল জলের
মুখোমুখি হতে পার এমন ভুলের মুখোমুখি!
তোমার তা ক্ষত নেই কোনোখানে অসাড়তা নেই
ঢেকে আছে কোজাগর রহস্য-উপুড় শিহরণ
ছেয়ে আছে মেঘভার আগুনের সমস্ত শ্রাবণ
চেয়ে আছে থরো থরো চোখের আকাশে লক্ষ তারা।
তুমি যে অপাপবিদ্ধা; কেউ এখনও করেনি চুম্বন
কেউ এখনও ওই জলে ভাসাতে পারেনি রক্তরেখা
এখনও ছড়িয়ে দেয়নি কাদাজলে ধুলোতে বালিতে
নষ্ট করে দেয়নি ও হৃদয়ের সুগন্ধি পরাগ।
তুমি শুধু কবিতার, পৃথিবীর সমস্ত কবির
লজ্জাহীন সুন্দরের সায়ন্তন বিষণ্ণ প্রতিমা।

এই যে সারাদিন

এই যে সারাদিন
এমন ঝোড়ো হাওয়া
এমন ধুলো বালি
এই যে সারাদিন
দাঁড়িয়ে কাটালাম
এর কি মানে, বলো!
হয়তো কেউ এসে
তাপিত করতলে
রাখবে দুটি হাত
হয়তো এত তাপ
কোথাও ডেকে নেবে
যেখানে কোনোদিন
এমন ভেঙেচুরে
যায় না কারো বুক।
তুমি তো ভরে দিলে
তবু এ হাহাকার
কেন যে সারাদিন
বাজায় অনাহত
বলো না, বলো, রেবা
তবে কি তোমাকেও
পাইনি ঠিকমতো?
প্রবল পিপাসায়
এমন বেলা যায়
তাই কি? তুমি তার
ব্যাকুল বেদনায়
কেন যে সুর তোলো
কেন যে মনে মনে
আমাকে নিয়ে যাও
মায়াবী যমুনায়!

সেখানে শুধু হাওয়া
সেখানে শুধু বালি
সেখানে সারাদিন
বৃথাই বেলা যায়।

বৃথাই? এত সব
ক্ষয় ও ক্ষতি হলো?
না রেবা, ঘুরে ঘুরে
তোমারই করতলে
শরণাগতি এই
আমার সত্তার।
এমন গুরুভার
কে নেবে? কেউ যার
নেই গো নেই, তুমি
আমাকে নিয়ে চলো
রুগ্ন অসহায়
কবিকে কথা দাও
চতুর পৃথিবীর
প্রভুর মতো তুমি
আমাকে ঠকাবে না।

একদা এখনও

সে কবে, এখনও মনে হয়, যেন গতকাল হেঁটেছি
চাঁদমারীডাঙা লোকপুর থেকে কেঁদুডির সেই মাঠ
রেবা আর আমি অহেতুক গুঁড়ো গুঁড়ো করে দুপুরের
চাঁপারঙ তার কাশফুল ভরেছি নিবিড় রেলব্রীজ
ঝরেছি মায়াবী সন্ধ্যায় সারা মাঠে একা দুজনে
করেছে সজল বিষপান মর্মের মায়া করতল
দুখে দুখী এত কেউ নেই সেদিনের পৃথিবীতে যে
অধিকারহীন অপরাধ তৃণে ও তারায় টলমল
বিন্দু বিন্দু প্রতিদিন এখনও শিরায় চঞ্চল—
তবে কি কখনও শেষ নেই? তবে কি হাঁটছি হাঁটছিই!
মায়ালোকে চির জ্যোৎস্নায় একটি পয়লা ফাল্গুন!

দিনরাত

দিন গেছে অপমানে রাত্রি অভিমানে যদি কাটে
কাটুক, বলো না কিছু, দেখ এই অন্ধকার মাঠে
তার কোনো শসা নেই লতাগুল্ম নেই, আছে ভয়
ভীষণ শূন্যতা জুড়ে; রাত্রি তার রক্তক্ষতময়।
তার চোখে ঘুম নেই তার আর স্বপ্ন নেই কোনো
ভালবাসা ছেয়ে দেবে ঘাসের মতন—সে এখনও
গভীর বিশ্বাস করে চেয়ে থাকে তারাদের দিকে
করুণ মিনতি মাখা চোখে দেখে মাস্তুলে পাখিকে
যে মাঝি সমুদ্রে আজ; সে তো জানে মাটিকে কেবল
দীর্ঘ অপমান সয়ে অভিমানী রাত্রিই সম্বল
করে সে রয়েছে জেগে—তার এই স্তব্ধ জাগরণ
তার এই হৃদয়ের রক্তস্ফীত শিরার ক্রন্দন
কোথায় যে তাকে নিয়ে যেতে চায় অনির্বচনীয়
অন্ধকারে, আলো তার ঠিকানা জানে না। তাকে দিও
ধর্মাধিক ভালবাসা। অপমানে গেছে তার দিন
তোমরা দেখেছো তাকে পথে পথে ভ্রুক্ষেপবিহীন।

অবেলায়

এত ছোট হাতে তুমি কতো নেবে কতো আর নেবে?
উপচে পড়ে যায় দুঃখী বিষণ্ণ করুণ শব্দগুলি
এমন বিব্রত বোধ কখনও করোনি, জানে পথ।
কাকে কি দেবার আছে? তোমার কি অধিকার আছে?
চিরদিন লেখে ফুল লেখে ঘাস আকাশের তারা।
জানো না? নিয়েছো তবু ভার। তাই ছোট দুটি হাতে
ঝরে পড়ে অতিরিক্ত অনধিকারের নীল ভাষা
ধুলোতে বালিতে স্বপ্নে অশান্ত প্রাণের মাঝখানে
আর তুমি নিচু হয়ে কিছু তার তুলে নিতে চাও
দেখে হাসে কাশফুল কাঁটালতা কিছু কিছু পাখি।
এত মৃদুভাবে বলো, অনেক না শোনা থাকে, আর
আর অন্ধকার মুখে লেগে যায় পেরোতে গেলেই সেই নদী
তুমি তাও মুছে দেবে শুশ্রূষায়? সব শুষে নেবে?
তোমার দেবতা শক্ত আগ্নেয় পাথরে হাসিমুখ
তুমি তার সঙ্গে বলো অবিরল হৃদয়ের কথা!
হেঁটেই পেরোবে যদি স্থির করে এসেছো তাহলে
এত অবেলায় এলে? কেন এত অবেলায় এলে?

মৃত্যু

আমার যে ভয় করে তাই বার বার ফিরে আসি
আমি চিরদিন ব্যর্থ, তুমি রাগ করো না অমন।

দিইনি কি একেবারে? শুধু বাকি শরীর আমার।
সে তো কেউ নেবে না সে তুমি তুলে দেবে তো আগুনে।

কতোবার দেবে তাও! এর যেন শেষ নেই কোনো।
যে বন্ধু গিয়েছে চলে সে কি কিছু জানাতে পারে না?

এভাবে বাঁচার কোনো মানে নেই, মরারও কি আছে
তবু ধুলোবালি ভেঙে হেঁটে যায় কেঁচো ও মানুষ।

বইয়ের পাতায় হাসে নচিকেতা। বামনের হাত
উদ্বাহু চাঁদের দিকে চিরকাল পাথরের মতো।

দৃশ্যত থাকে না কিছু ঃ তবু যেন লেগে থাকে চোখে
কারো চোখে মায়াময় ব্যথিত ব্যাকুল কোনোকিছু

তার কিছু নাম আছে? ভালবাসা? কোথায় কোথায়?
কোথায় দেখেছ মৃত্যু, তুমি তাকে এই পৃথিবীতে!

তাকে তুমি ছুঁয়েছো কি স্পর্শাতীত তাকে কোনোদিন?
তাই এই অমরতা! তাই তুমি শ্যামের সমান—

আমার যে ভয় করে, তাই বার বার ফিরি আসি
ছেলেবেলাকার মতো এ মুখ লুকোই এই মৃত্তিকার ধূসর আঁচলে।

কিছু বলো

এই ধুলো বালি মুখে উড়ে এসে ভরে যায় আজও
যতবার ধুয়ে ফেলি ততবার, তাহলে তাহলে?

এ জীবন শুষে নেয় সর্বপায়ী শিকড়ে শিকড়ে
সমস্ত নিহিত সত্তা সমস্ত বেদনাময় ব্রত।

তাহলে কি সব ভুল তাহলে কি সব কিছু ভুল?
আমাকে কে বলে দেবে আজ এই অবেলায় পথে।

এত ব্যথা বৃথা শুধু জখম করেছে আজীবন
এত ভুল বৃথা শুধু বপন করেছে মায়াবীজ!

তবে যে সজল আভা দেখেছি দুচোখে কতোবার
অনধিকারীর মতো গিয়ে দাঁড়িয়েছি ভাঙা মুখে

হে আমার নিরঞ্জন নির্বিকার আকাশ, আকাশ
আজ কিছু বলো আজ কিছু বলো আমাকে আমাকে।

আমি তাকে

আমি তাকে বলবো না আমি তাকে কখনও বলবো না।
এই দেখ এই হাওয়া এই রক্তক্ষতব্রত দীর্ঘ বারোমাস
অনুনয়ে অনুনয়ে ফিরে যাক আবার আসুক—
আমার অন্তর আত্মা শুষে নিক স্বেদ আর নুন
আমি তাকে বলবো না ঃ দেখ ভুল কত বড় ভুল।

ডেকে ডেকে

মাঝরাতে একটি সেতারের বাজনায়
ঘুম ভেঙে যায়
জেগে দেখি
তোমার তারাভরা আকাশ।

এক সুগন্ধ স্পর্শ ডেকে নিয়ে যায় হঠাৎ
গিয়ে দেখি
তোমার জীর্ণ শাখায় ফুটে ওঠা ফুল।

একটা ব্যাকুল করজোড়ের মতো ব্যর্থতা
আমাকে মিনতি করে কতো দুপুর
ছুটে গিয়ে দেখি
কেউ নেই কিচ্ছু নেই শুধু হাওয়া।

উৎকণ্ঠায় কান পেতে থাকি
ছুটে ছুটে বাইরে যাই
যদি তুমি ডাকো
যদি তুমি আসো।

এমনই

এমনিই গেলাম না আটদিন তোমার কাছে
তুমি ভাবতে পারো
বকেছো বলেই যাইনি
তুমি ভাবতে পারো
অবহেলা করেছো বলেই যাইনি
কিংবা কিছুই ভাবলে না
যেমন নিস্পৃহ ছিলে দশটি বছর।
আসলে আমি দেখেছি
আমার দুঃখে আমার অভিমানে আমার কাতরতায়
কারো কিছুই যায় আসে না
তেমনি ফুল আসে শাখায়
গন্ধ আসে ফুলে

রোদটুকু পর্যন্ত অবিকল হেসে গড়িয়ে যায়
শীতার্ত প্রান্তরে
বাসায় ফিরে আসে সন্ধ্যার পাখি
তারা জ্বলে ওঠে রাতের আকাশে
খরায় বন্যায় ভেসে যায় মানুষ
সুখে শষ্যে শিহরিত হয় সমূহ সংসার
ন্যাড়া সজনে গাছটা পর্যন্ত সবুজ ডালাপালায়
ছেয়ে দেয় নীল আকাশ।
আমিও নিস্পৃহের মতো তোমাকে ছেড়ে চলেছি
যেমন চলে যায় হাসতে হাসতে ভোরের শিউলি
বিকেলের বকুল।

ফিরে এসো

দেখ দেখ রক্তপ্রান্তরের বুকেও রয়েছে উষ্ণ ঘাস
তার শ্যামাঞ্চল দিয়ে ঢেকে দিতে চেয়েছে মাটির ক্রোধ
শুকনো শাখাতেও কুঁড়ি এনে দিয়েছে গাছ
মেলে ধরেছে স্থির একটু ছায়া
আত্মদান দেখ নদীটির শীর্ণ দেহেও চোখে তার কেমন সজল
ঋতুমতী প্রকৃতির মহিমা চেয়ে দেখ মানুষ
ফিরে এসো
ফিরে এসো
ডাক ছড়িয়ে ছড়িয়ে মিশে যায় তারায় তারায়
কতো স্নেহ কতো শুশ্রূষা কতো আরোগ্য আতিথ্যনির্ভর দিব্যতা
তুমি কেন বেজে ওঠো বেদনায়
ক্লান্ত অবসন্ন হেঁটে যাও ধাতুর শক্তিতে দম্ভে
কোথায় তোমার সোনার বাতিদান
রূপার স্তম্ভ উড়ন্ত পরী জরীর তাঁবু
ধাতব বর্শা ফলক রথের চাকা?
অথচ দিব্য আতিথ্যে আজও নতমুখ ঝর্ণা
আকাশ বৃষ্টি ফল শস্য ও নারী
আর অনন্ত আহ্বান
ফিরে এসো
ফিরে এসো

আমাকে ভয়

তুমি বোঝাতে পারলে না বলে এত ক্রুদ্ধ হলে
তুমি ভালবাসতে পারলে না বলে আমি ব্রাত্য হলাম

এখন সব দুরূহ শব্দগুলি আমার কাছে অর্থবান
ভয়াবহ অধর্মও আমাকে পার করে দিচ্ছে গিরিবর্ত্ম

তোমার আর আমাকে ভয় পাবার কারণ নেই।

চোখ তুলে তাকাও ব্রহ্মচারী

আবার অক্ষরবৃত্তে

আবার অক্ষরবৃত্তে তোমাকে দেখাই হাত ধরে
কতখানি ক্ষয়ে গেছে বুকের পাঁজর ঘরবাড়ি
চৈত্রের চিতায় ভস্ম করেছি নির্বাক নিজে তাকে
পথে পথে বেরিয়েছি ঘুরে ঘুরে ঘুরে
পুড়েছি ভিজেছি তাই শাদা হাড় এমন করোটি
এমন রক্তাক্ত মন বিক্ষিপ্ত চিত্তের এত জ্বালা
কেবল শরীর যায় ভেঙেচুরে মনও ভাঙে শুধু
আমার কিছুই হয় না?
যেন সেই অমল কিশোর
আকাশে ঘুড়িতে চোখ মার্বেল খেলায় মগ্ন তার
দুরন্ত দুপুর একা মজা খাল বাঁশবন নদী
সন্ধ্যার প্রতীক্ষা দূরে দুলে উঠবে লণ্ঠনের আলো
যেন সূক্ষ্ম কারুকার্যে মূল্যবান কারো একটু শাড়ীর আঁচল
প্রবৃদ্ধ অশথ তল পাতায় পাতায় বাজে বীণা—
এখনও দাঁড়িয়ে আছে! এখনও?
সে কাকে
ভালবাসে এতকাল? রেবাকে না? তবে?
যমুনা কি চিরকাল মৃত্তিকালগ্নই থাকে নাকি
কারও কারও চোখে বয় শ্লোকোত্তরা রাধা
চিত্তকে মথিত করে অন্ধকার তমালের তলে!

আমি তো জানি না, মূর্খ, আবার অক্ষরবৃত্তে ফিরে
তোমাকে দেখাই দেখ হাড়ের পাহাড়
আমার জন্মের কোনে শেষ নেই আমার মৃত্যুরও

কেউ দাঁড়িয়ে নেই

আমি যখন চলে আসি
খালি পায়ে শাদা ধুলোর পথে
সজনে তলা পেরিয়ে
মজা দীঘি পেরিয়ে
কাশের জঙ্গল পর্যন্ত
তুমি পিছু পিছু এসেছিলে।
আমি যখন চলে আসি
বাঁধের পাড়ে তুমি দাঁড়িয়েছিলে
যতক্ষণ না আমি
পাড় যেখানে বেঁকে গিয়েছে বাঁশ বনে
মিলিয়ে গিয়েছিলাম।

এবার যখন গেলাম
কত বছর পর?
ঘাসের জঙ্গল উইঢিপি কাঁটালতার উঠোন
আয় আয় করে দ্রবীভূত হলো
এলোমেলো চুলে স্নেহস্পর্শ রাখলো
বৃদ্ধ অশ্বত্থের শাখা প্রশাখা
খেজুর গাছটা পর্যন্ত আনন্দে রোমাঞ্চিত
হুড়মুড় করে ঘাড়ে এসে পড়লো
চঞ্চল ধূসর স্মৃতিরা
এত হাওয়া
এত প্রচুর হাওয়া যে
ভিজে যাচ্ছিল আমার শুকনো চোখ

যখন চলে এলাম
শূন্য পথ
শূন্য বাঁধের পাড়
কেউ পিছু পিছু নেই
কেউ বাঁক পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নেই

দুটি নদী

আমার দুটি নদী
গন্ধেশ্বরী আর কাঁসাই।

একজনের তীরে
ধূধূ প্রান্তরের স্থাপত্য
আর একজনের তীরে
পাথরের ধ্রুবপদ

এক তীরে আমার
অপহৃত শৈশব কৈশোর
অন্যতীরে আমার
বিশ্বাপ্রবণ সায়াহ্ন

আমার দ্বিধাবিভক্ত তীর
প্রান্তরের
আর
পাথরের

মাঝখানে প্রার্থনার অশ্রুর মতো জল।

নাম নেই

বস্তুত তোমার কোনো নাম নেই কখনও জানো তো?
আসলে ও নামে কেউ নেই কেউ আমার ভুবনে।
তবু কেন ওই নাম তবুও কেন ওই চোখ কিশোরী শরীর?
জলের সিঁড়ির মতো; ধীরে ধীরে নেমে যাই তোমার অতলে
যেখানে নিবদ্ধ তুমি—নিত্যা সনাতনী
যেখানে এ আলো নেই অন্ধকার নেই
তুমিময় সে ভুবনে প্রবেশাধিকার নেই এই কবিতারও
শুধু টানা আছে জাল গ্রহে গ্রহে মায়াবী সুতোর
দুটি ছোট হাতে তাতে টেনে তোলো আমাকে ও আমার কবিতা।

মন্ত্র

সে তো কোনো নদী নয়, নারী, ঠিক নারী নয়, মেয়ে
তাই ওকে নিয়ে লেখাগুলি যেন ফোঁটা ফোঁটা জল
সমস্ত প্রান্তর বেয়ে গড়িয়ে চলে সে স্রোতোরেখা
একটি নদীর দিকে ঃ যে আমার জন্মভার নিয়ে
ব্যাকুল মোহনামুখী যে আমার মৃত্যুভার নিয়ে
সাবিত্রী-সম্ভব রাত্রি ঃ রেবা নাম রেবা নাম তার
আমার অমোঘ মন্ত্র, কবিতার, লক্ষ কবিতার।

শ্রাবণ রাতে

এই যে শ্রাবণ রাত এই যে অঝোর ধারা জল
কী হবে এসব নিয়ে আমার কী হবে আর বলো
ও নদী রাতের নদী, ও মেঘ রাতের শাদা মেঘ
ও বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়া ও হৃদয় ব্যাকুল আবেগ
কী হবে কী হবে যদি কোনোদিন সে না আসে ভুলে
মনুসংহিতার শ্লোক, পাপ হবে, একটিবার ছুঁলে!